ওঁ

সারনিত্যক্রিয়া।

পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী

কৃত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

CALCUTTA

PRINTED AT THE NEW ARYA-MISSION PRESS.

No. 46 Brojo Nath Mitter's Lane.

Jhamapukur.

1895.

মূল্য।০ চারি আনা।

ওঁ

সারনিত্যক্রিয়া।
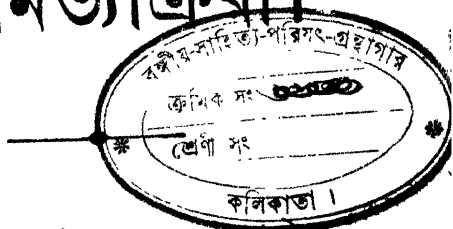
পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী

কৃত।

---

৬ নং কড়েয়া রোড নিবাসী

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

CALCUTTA.

PRINTED AT THE NEW ARYA-MISSION PRESS.

No. 46 Brajo Nath Mitter's Lane.

Jhamapukur.

1896.

বিজ্ঞাপন।

এই জগতের মধ্যে কত শত শাস্ত্র, বেদ, বাইবেল, কোরাণ ও সাম্প্রদায়িক কত মত আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহার মধ্যে কোন্ মত সত্য ও কোন্ মত মিথ্যা এবং কোন্ শাস্ত্র সত্য ও কোন্ শাস্ত্র মিথ্যা তাহা স্থির করা সামান্য গৃহস্থের পক্ষে কঠিন। কারণ মানব অল্পায়ুঃ এবং গার্হস্থ্য ধর্ম্মের নানারূপ চিন্তায় সর্ব্বদাই ব্যস্ত ও বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রসমূহ সমুদ্রবৎ অসীম। অতএব এই গ্রন্থে সাধারণ গৃহস্থের উপকারার্থ সর্ব্ব-শাস্ত্র ও বেদের সারভাব প্রকাশিত হইল।

মাতা পিতার কর্ত্তব্য এই যে, সন্তানকে বিদ্যাভ্যাসের সহিত সদ্ধর্ম্মের উপদেশ দেন—তাহা হইলে সন্তান উত্তমরূপে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কর্ম্ম সমূহ সমাধা করিতে পারিবেক। পৃথিবীতে মাতা পিতা সন্তানের পক্ষে জগদ্গুরু পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের স্থলাভিষিক্ত। যে সন্তান প্রীতি ও ভক্তি-সহকারে পার্থিব মাতা পিতার আজ্ঞা পালন করে সে অবশ্যই জগদ্গুরু পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতার আজ্ঞা, প্রীতি ও ভক্তি সহকারে পালন করিতে সক্ষম হইবে এবং সেই আজ্ঞা-পালন ও সেই প্রীতি ও ভক্তির ফলস্বরূপ অপার আনন্দভোগের অধিকারী হইবে সন্দেহ নাই। আরও বলা যাইতে পারে যে, যে মাতা পিতার জগদ্গুরু পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের প্রতি প্রীতি ও ভক্তি আছে, তাহাদের সন্ততিও অবশ্যই তাহা-দিগকে প্রীতি ও ভক্তি করিবে।

এই গ্রন্থে রচনার লালিত্য বা ভাষার অলঙ্কারের উপর দৃষ্টি না রাখিয়া সারল্য ও ভাবের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে, যেহেতু গ্রন্থখানি সাধারণ গৃহস্থগণের শিক্ষার্থে রচিত হইয়াছে।

প্রকাশকের নিবেদন।

এই গ্রন্থে পূর্ণপরব্রহ্ম-প্রাপ্তির পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। পরব্রহ্ম অমূল্য অতএব এই গ্রন্থও অমূল্য। কেবল মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়-নির্ব্বাহের নিমিত্ত ইহার যৎকিঞ্চিত মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। নানা কারণ বশতঃ গ্রন্থে যে সকল বর্ণাশুদ্ধি প্রভৃতি লক্ষিত হইবে, পাঠকগণ তাহা শুদ্ধ করিয়া লইবেন—এই আমার প্রার্থনা রহিল।

শ্রীমতী ত্রৈলোক্যমণী দাসী এই পুস্তক প্রথম প্রকাশের সময় কিয়ৎপরিমাণে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং পুনরায় সাহায্য করায় জগতের হিতার্থে প্রকাশিত হইল।

সূচিপত্র।

সারনিত্যক্রিয়া।

সাধারণ উপদেশ।

সর্ব্বদা সত্য, শুদ্ধ, চেতনপূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু, মাতা, পিতা, আত্মাতে নিষ্ঠা রাখিবে। বিচারপূর্ব্বক ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্যসকল গম্ভীর ও শান্তরূপে সমাধা করিবে। যাহাতে সকল বিষয়ে সপরিবারে পরমানন্দে আনন্দরূপ হইয়া থাকিতে পার তাহা করিবে। অল্পে সন্তুষ্ট ও পরোপকারে রত থাকিবে। যাহাতে জগতের মঙ্গল হয় তাহা করা উচিত। জগতের মঙ্গল হইলে আপনার মঙ্গল ও আপনার মঙ্গল হইলে সমস্ত জগৎ মঙ্গলময় হয়; কারণ সমস্ত জগৎ আপনার আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ। ব্যবহারিক ও পারমার্থিক এই উভয় কার্য্যই তীক্ষ্ণভাবে দেখা উচিত। ইহার কোন কার্য্যে আলস্য করিতে নাই। যে কার্য্যে আলস্য করা যায়, সে কার্য্য কখন উত্তমরূপে সম্পন্ন হয় না। ব্যক্তিমাত্রেরই উচিত স্ব স্ব সন্তান-গণকে শিক্ষা দেন যে, তাহারা সত্য কথা বলে ও সত্যে প্রগাঢ় নিষ্ঠা রাখে; কাহারও নিন্দাবাদ না করে এবং সকলের নিকট

প্রিয়বাদী হয়। কাহাকেও সৎপথ হইতে কদাপি বিমুখ না করে। সর্ব্বদা সকলকে সৎপথ দেখাইয়া দেয়। যেরূপ কোন ক্ষেত্রে ধান্য রোপণ করিলে ধান্যই জন্মে ও ধান্যই কাটা হয়, আবার সেই ক্ষেত্রে কাঁটা রোপণ করিলে কাঁটাই জন্মে ও কাঁটাই কাটা হয়, সেইরূপ এই জগতে কেহ কাহারও ইষ্ট ও অনিষ্ট করিলে তদ্রূপ ফল প্রাপ্ত হয়।

বিচারপূর্ব্বক দেখিতে হয় যে আমি কে, আমার স্বরূপ কি এবং পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবান গুরুর স্বরূপ কি? আমি কোন্ স্বরূপ হইয়া তাঁহার কোন্ স্বরূপের ধ্যান, ধারণা বা উপাসনা করিব, যাহাতে সকল বিষয়ে সপরিবারে পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পারি? আমি এতদিন কোথায় ছিলাম, কোথা হইতে আসিয়াছি এবং মৃত্যুর পর আমায় কোথা যাইতে হইবে? শূন্য হাতে আসিয়াছি এবং শূন্য হাতে যাইতে হইবে। কোন বস্তু সঙ্গে আসে নাই এবং সঙ্গে যাইবেও না। এমন কি স্থূল শরীরও সঙ্গে যাইবে না। কেবল একমাত্র ধর্ম্মই অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জোতিঃস্বরূপই সারবস্তু এবং ইনিই সঙ্গে যান, সঙ্গে আসেন ও সর্ব্বদা সঙ্গে থাকেন।

জ্ঞানবান ব্যক্তির ভাবার্থের দিকে যাওয়া উচিত, শব্দার্থের দিকে যাওয়া উচিত নয়, কারণ শব্দার্থ কামধেনুর ন্যায় অর্থাৎ উহার সীমা নাই। ভাবার্থ কাহাকে কহে স্থূল দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিতেছি, সূক্ষ্ম করিয়া ভাব গ্রহণ করিবে। যেমন জল একটি পদার্থ, দেশ ও ভাষা বিশেষে ইহার নানাপ্রকার নাম কল্পিত হইয়াছে যথা,—জল, পানী, নীর, সরিৎ, তয়ো, অম্বু, বারি, জীবন, ওয়াটার, নিলু, তনি, ইত্যাদি। কিন্তু পদার্থ একই যদি

জল পদার্থকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল নাম ও শব্দার্থের দিকে যাওয়া যায় তাহা হইলে তর্কের সীমা থাকে না ও পিপাসার নিবৃত্তি হয় না। যদি জল এই শব্দটীর প্রত্যেক অক্ষরের শব্দার্থ করা যায়, তাহা হইলে জ+অ+ল এই তিনটী শব্দ হয়। যদি 'জ' হয় তাহা হইলে ত 'জ' শব্দের অর্থ এই দৃশ্যমান স্থূল জগৎ আর যদি 'য' হয় তাহা হইলে 'য' শব্দের অর্থ অন্তর্জগৎ, যথা চারি অন্তঃকরণ (মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার) আশা, তৃষ্ণা লোভ, মোহ, অজ্ঞান, জ্ঞান ও বিজ্ঞান ইত্যাদি। 'অ' অব্যয়শক্তি যাহার দ্বারা তোমরা সকল প্রকার কার্য্য করিতেছ। 'ল' শব্দের অর্থ লিঙ্গাকার, স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। এক্ষণে দেখ জল শব্দের কত শব্দার্থ বাহির হইল। ইহার পর জলের অন্যান্য নামের প্রত্যেক অক্ষরের অভিধানানুসারে শব্দার্থ করিতে গেলে একটা যুগ কাটিয়া যায় এবং কত শাস্ত্র রচনা হইতে পারে তাহার সীমা থাকে না। কিন্তু আমি যে এত পরিশ্রম করিয়া জল শব্দের অর্থ করিয়া মরিলাম তাহাতে জলের কিছু হইল না, জল যে বস্তু তাহাই রহিল, আমার কেবল পরিশ্রমই সার হইল। যদি আমি সমস্ত শব্দার্থ ও নানাপ্রকার উপাধি ত্যাগ করিয়া জল যে সারবস্তু তাহাকে পান করিতাম, তাহা হইলে সহজে আমার পিপাসার নিবৃত্তি হইত, আমিও শান্তি পাইতাম। তাই বলিতেছি, সেইরূপ কি পারমার্থিক, কি ব্যবহারিক, যে কোন বিষয়ই হউক না কেন শব্দার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভাবার্থ গ্রহণ করিবে। অবোধের ন্যায় নানারূপ নাম ও শব্দার্থ লইয়া ভ্রমে পতিত হইও না। পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু ভগবানের নানারূপ নাম, উপাধি ও শব্দার্থ পরিত্যাগ করিয়া সার

বস্তু সেই পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুকে ধারণ করিও এবং মূর্খের ন্যায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া, বৃথা নানা নাম ও শব্দার্থ এবং উপাধি লইয়া মনে অশান্তি পাইয়া সত্যধর্ম্মে বিমুখ হইও না। আর একটি স্থূল দৃষ্টান্ত দিয়া এই ভাব বুঝাইয়া দিতেছি, সূক্ষ্মভাবে গ্রহণ করিবে। আমার পিপাসা হওয়াতে এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম মহাশয়! জল কোথায় পাইব, পান করিয়া পিপাসা নিবৃত্তি করি। তিনি কহিলেন, এই দিকে এই রাস্তা দিয়া এক ক্রোশ সোজা গিয়া তিনটি রাস্তা পাইবে; তাহার বামের দুইটি ছাড়িয়া দক্ষিণেরটি ধরিয়া কিছু দূর যাইলে আটটি রাস্তা দেখিতে পাইবে, তাহাদের দক্ষিণের সাতটি রাখিয়া বামেরটি ধরিয়া কিছুদূর যাইলে একটি পুষ্করিণী দেখিতে পাইবে, তাহাতে জল পরিপূর্ণ আছে, কিন্তু পানায় ঢাকা। জল দেখা যায় না। পুকুরে পাকা ঘাট আছে কিন্তু বড় পিচ্ছল। পানা সরাইয়া সেই জল পান করিলে, তোমার পিপাসার শান্তি হইবে। আমি ঐ কথা শুনিলাম ও শিখিলাম এবং দিবা-নিশি উহা পাঠ করিতে লাগিলাম কিন্তু উহাতে পিপাসার শান্তি হইল না। যদি ঐ প্রকার পাঠ ও নানা শব্দার্থ পরিত্যাগ করিয়া ঐ ব্যক্তির কথানুসারে পুষ্করিণীতে গিয়া ভাবার্থ গ্রহণ অর্থাৎ জল পান করিতাম তাহা হইলে সহজে আমার তৃষ্ণা দূর হইত। এই স্থলে পুষ্করিণী শব্দে আকাশ, জল শব্দে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবান এবং পানা শব্দে অজ্ঞানতা বুঝিবে। পিপাসা অর্থাৎ বিবেক, পাকা ঘাট অর্থাৎ জ্ঞান, পিচ্ছল অর্থাৎ অসৎ পদার্থে সর্ব্বদা আসক্তি।

তাই বলি, আধ্যাত্মিক জগতেও এইপ্রকার শাস্ত্রের নানা

শব্দার্থ পরিত্যাগ করিয়া সার ভাব সেই পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ-স্বরূপ গুরুকে ধারণ করিলে তোমাদের সকল পিপাসার নিবৃত্তি হইবে অর্থাৎ ভ্রম দূর হইয়া মনে শান্তি পাইবে।

মনুষ্যমাত্রেই বিচারপূর্ব্বক ঈশ্বরের আজ্ঞা ও নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিলে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা হয় ও মনে কোন ভ্রান্তি ও অজ্ঞানতা আসে না, ঐহিক ও পারমার্থিক উভয় কার্য্যই সিদ্ধ হয় ও সদা জ্ঞানস্বরূপ আনন্দরূপে কালযাপন করে। যেরূপ যে ধাতুর সহবাস করিলে ব্যবহার কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, সেইরূপ সেই ধাতুর সঙ্গ করিয়া ব্যবহার কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে হয় এবং যে ধাতুর সহবাস করিলে পারমার্থিক বিষয় অর্থাৎ জ্ঞান ও মুক্তি হয় সেইরূপ সেই ধাতুর সহবাসে পারমার্থিক কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে হয়।

যেমত তৃষ্ণা বোধ হইলে মনুষ্যমাত্রকেই তৃষ্ণা নিবৃত্তির জন্য জল পান করিতে হয়, ক্ষুধা বোধ হইলে অন্নাহার করিতে হয় এবং অন্ধকার বোধ হইলে অগ্নি দ্বারা আলোক করিতে হয়, ইহা করিলে ঈশ্বরের আজ্ঞা ও নিয়মপালন করা হয়। যদ্যপি অগ্নি দ্বারায় আলোক না করিয়া জলের দ্বারা করিতে চাহ, তাহা হইলে ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনও হইবে না এবং আলোকও হইবে না। সেরূপ যখন জ্ঞান ও মুক্তির প্রয়োজন হয়, তখন পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবান তেজোময়কে ধারণ করিতে হয় অর্থাৎ জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরু বিরাট ভগবান সূর্য্য-নারায়ণকে ধারণ করিতে হয় এবং যখন ব্যবহার কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয় তখন স্থূল পদার্থের সহবাস করিয়া ব্যবহার কার্য্য করিতে হয়।

ব্রহ্মতত্ত্বনিরূপণ।

প্রত্যক্ষ বিচার করিয়া দেখ নিরাকার ব্রহ্ম মন ও বাণীর অতীত ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর। প্রথমাবস্থায় যতক্ষণ পর্য্যন্ত জ্ঞান না হয় ততক্ষণ নিরাকার ও সাকার পরিপূর্ণরূপে অখণ্ডাকারে পরব্রহ্মকে ধারণা করা যায় না।

বেদ ও শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যে সাকার বিরাট ভগবানের নেত্র সূর্য্যনারায়ণ, চন্দ্রমা তাঁহার মন, অগ্নি তাঁহার মুখ, বায়ু প্রাণ, আকাশ দেহ ও মস্তক, জল নাড়ী এবং পৃথিবী তাঁহার চরণ। বিরাট ভগবানের এই সাত অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে কোন শাস্ত্রে সাত ধাতু বলে এবং কোন শাস্ত্রে সাত দ্রব্য ও সাত বস্তু বলে। কিন্তু যাহাকে সাত ধাতু বলে তাহাকেই সাত দ্রব্য ও সাত বস্তু বলে এবং তাহাকেই সাত ঋষি এবং দেবীমাতা এবং ব্যাকরণে সাত বিভক্তি বলে। এই সাতকে অহঙ্কার লইয়া অষ্ট প্রকৃতি বলে এবং ইহাদিগকেই নবগ্রহ বলে, যথা,—"গ্রহরূপী জনার্দ্দন" অর্থাৎ গ্রহরূপী বিরাট বিষ্ণু ভগবান। ইহাদিগকে ব্রহ্মগায়ত্রীতে সপ্তম ব্যাহৃতি বলে যথা,—ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ, ওঁ স্বঃ, ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ, ওঁ তপঃ, ওঁ সত্যম্; অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ। এই একই ওঁকার বিরাট ভগবানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নানা শাস্ত্রে নানা নাম ধরিয়া কল্পনা করে ও ব্যাখ্যা করে কিন্তু বিরাট ভগবান নিরাকার সাকার তোমাদিগকে লইয়া পরিপূর্ণরূপে অখণ্ডাকারে বিরাজমান আছেন।

বহির্ভাগে তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সাত ভাগে পৃথক্ পৃথক্ দেখা যাইতেছে ও বোধ হইতেছে, কিন্তু তিনি সাত ভাগে বিভক্ত নহেন, ভিতরে ও বাহিরে একই বিরাটরূপে পরিপূর্ণ আছেন। যেরূপ তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বহির্ভাগে পৃথক পৃথক দেখা যাই-তেছে (যথা হাত, পা, নাক, কাণ ইত্যাদি) কিন্তু তুমি পৃথক পৃথক নহ, তুমি সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের সমষ্টি লইয়া একই ব্যক্তি বিরাজমান আছ। যেরূপ তুমি এক এক অঙ্গের এক এক শক্তির দ্বারা এক এক কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেছ, সেইরূপ বিরাট ভগবানের এক এক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের এক এক শক্তির দ্বারায় এক এক প্রকার কার্য্য করিতেছেন। পূর্ণ পরমব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট ভগবানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বহির্ভাগে সাতটি বোধ হয় (যথাঃ—পৃথিবী, জল. অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ) কিন্তু তিনি সাতটি নহেন তিনি জ্যোতিঃ নিরাকার, সাকার তোমাদিগকে লইয়া পরি-পূর্ণরূপে অখণ্ডাকারে একই বিরাজমান আছেন। যেরূপ তুমি ক্রোধ করিলে তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকলকে লইয়া ক্রোধান্বিত হও সেইরূপ বিরাট ভগবান পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্য-নারায়ণ ক্রোধান্বিত হইলে সমস্ত চরাচর ক্রোধান্বিত হয়। যেরূপ তুমি প্রসন্ন হইলে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লইয়া প্রসন্ন হও, সেইরূপ বিরাট ভগবান জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ প্রসন্ন হইলে সমস্ত চরাচর লইয়া প্রসন্ন হন। কারণ যেরূপ তুমি শরীরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেইরূপ চরাচরের মধ্যে জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণই শ্রেষ্ঠ। শুদ্ধ চেতন নিরাকার কারণ পরব্রহ্ম হইতে সূর্য্যনারায়ণ স্বতঃ প্রকাশ হইয়াছেন ও সূর্য্যনারায়ণ হইতে এই স্থূল চরাচর

জগৎ প্রকাশ হইয়াছে। যখন এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডকে প্রলয় করেন তখন সূর্য্যনারায়ণ বারকলা তেজোরূপী হইয়া এই স্থূল জগতকে ভস্ম অর্থাৎ রূপান্তর করিয়া আপনার স্বরূপ করিয়া নিরাকার নির্গুণ কারণে যাইয়া স্থিত হন এবং পুনরায় আপন ইচ্ছানুসারে জগৎরূপে প্রকাশ হন। ইহাই বেদ বেদান্তের সার এবং মূল বাক্য। ইহা ছাড়া আর কেহ পূর্ব্বে হন নাই, বর্ত্তমান কালে নাই এবং ভবিষ্যতেও কেহ হইতে পারিবেন না এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই। এই কারণ কেবল সূর্য্যনারায়ণেতেই সকল শাস্ত্রে সকল দেবদেবী ও ঈশ্বরের উপাসনার বিধি আছে।

প্রত্যক্ষ বিচারপূর্ব্বক দেখ যে, সুপাত্র পুত্রকন্যা আপনার মাতা পিতার চক্ষের সম্মুখে ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করিলে মাতা পিতার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্থূল সূক্ষ্ম সমষ্টিকে নমস্কার করা হয়, আর প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া নমস্কার করিবার প্রয়োজন হয় না। যথা হাত-পিতাকে নমস্কার, পা-পিতাকে নমস্কার ইত্যাদি। মাতা পিতাও চক্ষের দ্বারা দেখিতে পান যে, পুত্রকন্যা আমাদিগকে নমস্কার করিতেছে। পুত্রকন্যা শব্দে নর-নারী সমূহ ও মাতা পিতা শব্দে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ নিরা-কার সাকার বিরাট ভগবান। তাঁহার নেত্রস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপের সম্মুখে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিলে আপ-নাকে লইয়া সমস্ত দেবদেবী নিরাকার সাকার চরাচরের সম-ষ্টিকে প্রণাম করা হয়। আর পৃথক পৃথক মিথ্যা কল্পিত দেব-দেবীকে প্রণাম করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। যখন জ্যোতিঃ-স্বরূপ দিবসে ও রাত্রে সূর্য্যনারায়ণ ও চন্দ্রমারূপে প্রত্যক্ষ বিরাজমান থাকেন, তাঁহাকে উদয় ও অস্তের সময়ে শ্রদ্ধা ও

ভক্তিপূর্ব্বক গৃহস্থগণ বাল, বৃদ্ধ, যুবক সকলেই নমস্কার ও প্রণাম করিবে ও যদি দিবসে ও রাত্রে জ্যোতিঃস্বরূপে প্রকাশমান না থাকিয়া নিরাকার ভাবে থাকেন তাহা হইলে তোমারা ঘরের বাহিরে কিম্বা ঘরের ভিতরে বিছানার উপরে কিম্বা মাটির উপরে যে অবস্থায় থাক উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব কিম্বা পশ্চিম যে দিকেই হউক মুখ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার ও প্রণাম করিবে, তাহা হইলে নিরাকার, সাকার দেবদেবী সমষ্টি পূর্ণরূপে ভগবানকে নমস্কার করা হইবে, পৃথক্ পৃথক্ নমস্কার করিবার প্রয়োজন হইবে না। যে স্থানেই তোমারা ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার কিম্বা প্রণাম করিবে সেই স্থান হইতেই তিনি তোমাদিগকে দেখিতে পাইবেন ও পাইতেছেন। কারণ যখন তোমরা তাঁহার তেজোগুণে ব্রহ্মাণ্ড দেখিতে পাইতেছ তখন তিনি কি তোমাদিকে দেখিতে পাইতেছেন না ?

এই সমস্ত কারণে সর্ব্ববেদ শাস্ত্রে জ্ঞান ও মুক্তির জন্য কেবল মাত্র সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ স্বরূপেতেই দেবদেবী ঈশ্বরকে উপাসনা, ভক্তি ও নমস্কার করিবার জন্য লেখা আছে।

চারিবেদ শাস্ত্রের মূল ত্রিসন্ধ্যা, ত্রিসন্ধ্যার মূল ব্রহ্মগায়ত্রী, ব্রহ্মগায়ত্রীর মূল এক অক্ষর ওঁকার প্রণব মন্ত্র, ও এক অক্ষর প্রণবের মূল পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট ভগবান সূর্য্য-নারায়ণ। যদ্যপি সন্ধ্যা আহ্নিক না করিয়া কেবল ব্রহ্মগায়ত্রী জপ কর এবং সন্ধ্যা আহ্নিক ও ব্রহ্মগায়ত্রী উভয়ই না করিয়া এক অক্ষর ওঁকার মন্ত্র জপ কর, তাহা হইলে সকল মন্ত্র, সন্ধ্যা আহ্নিক, ব্রহ্মগায়ত্রী ইত্যাদি জপ করা হয় ও সকল ফল হয় এবং সকল দেব দেবীর উপাসনা করা হয়, অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম

জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবানের জপ ও উপাসনা করা হয় এবং তাহা হইলে অনর্থক পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্র জপ ও দেব দেবীর উপাসনা করিয়া সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন থাকে না।

ভক্তিপূর্ব্বক পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট ভগবান সূর্য্যনারায়ণকে নমস্কার, প্রণাম ও ধ্যান ধারণা কর, তাহা হইলে সকল দেব দেবীর পরমেশ্বরের উপাসনা করা হইবে, ইহা নিশ্চয় সত্য সত্যই জানিবে, কোন প্রকার সন্দেহ করিবে না।

এই কারণ শাস্ত্রে সূর্য্যনারায়ণের ধ্যান করিবার বিষয়, বিধি আছে ; প্রাতেঃ ব্রহ্মরূপ, মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপ, সায়ংকালে শিবরূপ ; প্রাতে কালীরূপ, মধ্যাহ্নে দুর্গারূপ, সায়ংকালে সরস্বতীরূপ ; প্রাতেঃ ঋগ্বেদ, মধ্যাহ্নে যজুর্ব্বেদ ও সায়ংকালে সাম বেদ। কালীমাতাকে ঋগ্বেদ, দুর্গামাতাকে যজুর্ব্বেদ ও সরস্বতী মাতাকে সাম বেদ বলে ; অর্থাৎ কালীমাতা, দুর্গামাতা, সরস্বতীমাতা ঋক্, যজুঃ, সাম বেদমাতা ও ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর, গণেশ ও দেবীমাতা এবং গায়ত্রী সাবিত্রীমাতা কেবল বিরাট ভগবান সূর্য্য-নারায়ণকে বলে। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি ইহা জানেন যে, এই কারণেই কেবলমাত্র সূর্য্যনারায়ণেতেই সকল দেবদেবী ঈশ্বরের উপাসনা ও ধ্যান ধারণা করিবার বিধি আছে ; কারণ সমস্ত দেবদেবীর নানা নাম কেবলমাত্র বিরাট ভগবান সূর্য্যনারায়ণেরই নাম।

চারি বেদের সার বেদান্তে লিখিত আছে যে, সূর্য্যনারায়ণে ঈশ্বরের দুই অঙ্গ আছে, এক নিরাকার নির্গুণরূপে অদৃশ্যভাবে থাকেন ও এক প্রকাশমান জগৎস্বরূপ বিরাজিত আছেন।

এই জ্যোতিঃস্বরূপ জগৎপিতা হইতে বিমুখ হওয়াতেই মানব-গণের কি দুর্দ্দশা হইতেছে, যে আপনার ঘরের ইষ্ট যিনি ভিতরে

বাহিরে পরিপূর্ণ আছেন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বৃথা কল্পিত ভিন্ন ভিন্ন দেব দেবীর উপাসনায় ভ্রমে পতিত হইতেছ। কাহাকে শাস্ত্রে প্রকৃত দেব দেবী বলে তাহা আদৌ বিচার করিয়া দেখিতেছ না।

সৃষ্টির প্রকরণ।

এই পরিদৃশ্যমান চরাচর ব্রহ্মাণ্ড পরব্রহ্ম সৃষ্টি করিয়াছেন কি তিনি নিজে সৃষ্ট হইয়াছেন ইহাই এই প্রকরণের বিচার্য্য বিষয়। বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। ইহা সহজে বোধগম্য হইবার নহে। স্বরূপ অবস্থা না হইলে, অর্থাৎ অজ্ঞানতা দূর না হইলে ইহা স্থির বুঝা যায় না। কিন্তু আমি স্থূল দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি, পাঠকগণ গম্ভীর ও শান্তচিত্তে সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া ভাব গ্রহণ করিবে। পরমাত্মা পূর্ণ অখণ্ডাকার, সর্ব্ব-শক্তিমান, অনাদি ও অনন্ত। যাহাই অনন্ত তাহাই অনাদি— এবং যাহাই অনাদি (অর্থাৎ যাহার আদি নাই) তাহাই অসৃষ্ট অর্থাৎ তাঁহার উৎপত্তি নাই এবং যাহা অনন্ত তাহার অন্তও নাই। সুতরাং পরব্রহ্মের উৎপত্তি ও লয় নাই, এবং তাহা হইলে তাঁহাকে কেহ সৃষ্টি করে নাই। তিনি সর্ব্বদা নিজেই আছেন। এক্ষণে উদাহরণস্থলে তাঁহাকে মহাসমুদ্ররূপে কল্পনা করুন।

সমুদ্র হইতে নানা প্রকার (ছোট, বড় ও মাঝারি) অসংখ্য তরঙ্গ, ফেন ও বুদ্‌বুদ্‌ পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে উত্থিত হয়; অথচ সমুদ্রে যে জল, স্বরূপ পক্ষে তাহার মধ্যে কোন বিকার কিম্বা পরিবর্ত্তন নাই, কিন্তু উপাধিভেদে ফেন, বুদ্‌বুদ্‌ ও তরঙ্গাদির বিকার ও পরিবর্ত্তন আছে। ফেন, বুদ্‌বুদ্‌ ও তরঙ্গ প্রভৃতির যদি চেতনা থাকে, তাহা হইলে তাহাদের মনে হয় যে, আমাদের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় আছে। কিন্তু যদি তাহাদের স্বরূপ জ্ঞানের উদয় হয় তাহা হইলে তাহারা বুঝিতে পারে যে, তাহাদের কোন পৃথক সত্ত্বা নাই যে তাহারাও সমুদ্রের জল মাত্র, এবং সমুদ্রের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় না থাকিলে তাহাদেরও উৎপত্তি স্থিতি ও লয় নাই, কারণ তাহারাও প্রকৃতপক্ষে সমুদ্রের জল, কেবলমাত্র রূপান্তরিত। জলময় যে সমুদ্র, তাহার উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় কিছুই নাই। যেমন তেমনই পরিপূর্ণ অখণ্ডাকার আছে। এইরূপ ব্রহ্মের সৃষ্টি হওয়া বা করার ভাব বুঝিয়া লইতে হয়। কিন্তু এ স্থলে আপনাদিগের মনে সন্দেহ হইতে পারে যে, সমুদ্রে তরঙ্গ, ফেন, বুদ্‌বুদ্‌ প্রভৃতি যে উত্থিত হয়, তাহা বায়ু কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াই উত্থিত হয়, সুতরাং বায়ু সে সকলের উৎপত্তির কারণ হইতেছে। এ স্থলে ব্রহ্মে কি কারণ ঘটিল যে, তিনি এই চরাচর জগৎস্বরূপে বিস্তৃত হইলেন। শাস্ত্র ও বেদে সৃষ্টিপ্রকরণ বিষয়ে নানা মুনি নানা প্রকার লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এইরূপ বুঝিয়া লইবে যে, পূর্ণ-পরব্রহ্ম এস্থলে যেমন সমুদ্র, তাঁহার ইচ্ছা (আমি বহুরূপ হইব) ইহাই শক্তিরূপ বায়ু, আর জগৎ অর্থাৎ আপনারা চরাচর হইতেছেন ফেন, বুদ্‌বুদ্‌, তরঙ্গ।

স্বরূপ পক্ষে সমুদ্ররূপী পরমাত্মার উৎপত্তি, স্থিতি, লয়, কিছুই নাই, কিন্তু উপাধিভেদে আপনাদের মনে বিকার ও পরিবর্ত্তন, সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, প্রলয়, জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি বোধ হইতেছে। জ্ঞানস্বরূপ বোধ হইলে সমস্ত ভ্রম লয় হইয়া যাইবে আর পূর্ণ পরব্রহ্মই কেবল অখণ্ডাকারে ভাসিবেন। এইরূপ সার ভাব বুঝিয়া লইতে হয়।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, যে সকল ঋষি, মুনি ও অবতারগণ শরীর ধারণ করিয়াছিলেন ও যাঁহারা করিবেন, আমাদের অজ্ঞানতা লয় করিবার জন্য তাঁহাদিগকে উপাসনা করিব, কি পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের উপাসনা করিব? ইহার উত্তরে আমি যাহা বলিব, তাহা আপনারা নিজ নিজ চিরবদ্ধমূল সংস্কার, মান, অপমান ত্যাগ করিয়া বিচার করিয়া সারভাব গ্রহণ করিবেন। তাহা হইলে, আপনারাও পরমানন্দ লাভ করিতে পারিবেন এবং জগতেও শান্তি স্থাপিত হইবে, এবং আপনাদিগের ইষ্টের যথার্থ উপাসনা করা হইবে। সমুদ্রে যেমন ছোট, বড়, মাঝারি নানা প্রকার তরঙ্গ, ফেন, বুদ্‌বুদ্ উঠিতেছে, আবার সমুদ্রেই লয় হইতেছে, পুনরায় উত্থিত হইতেছে ও লয় পাইতেছে, সেইরূপ এই ব্রহ্মরূপ সমুদ্রে জগৎরূপ (ঋষি, মুনি, অবতারগণ) ফেন, বুদ্‌বুদ্, তরঙ্গ উঠিতেছেন ও লয় পাইতেছেন, অনাদি কাল হইতেই এরূপ চলিয়া আসিতেছে ও আসিবে। ফেন, বুদ্‌বুদ্, তরঙ্গ ছোট বড় মাঝারি যেমনই হউক না কেন, তাহারা সকলেই যেমন এক সমুদ্র হইতে জন্মিয়াছে ও একই সমুদ্রেই লয় পাইবে, চিরকাল কেহ নাই ও থাকিবে না সেইরূপ এই ব্রহ্মসমুদ্রে ঋষি, মুনি, অবতারগণ এবং জ্ঞানী

অজ্ঞানী,মূর্খ, পণ্ডিত, ধনী, দরিদ্র, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, প্রভৃতি—এক কথায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সকলেই যেন ফেন, বুদ্‌-বুদ্‌, তরঙ্গরূপে জন্মিয়াছে, লয় পাইয়াছে, জন্মিবে ও লয় পাইবে, ফেন বুদ্‌বুদাদির ন্যায় কেহই চিরকাল থাকিবে না, কেবল বিরাট ব্রহ্মই সমুদ্রের ন্যায় অনাদিকাল হইতে যেমন পরিপূর্ণ অখণ্ডাকারে আছেন, সেইরূপই থাকিবেন। যখন ফেন বুদ্‌বুদ্‌ তরঙ্গ প্রভৃতি একই পদার্থ, তখন একটি ফেন, বুদ্‌বুদ্‌ মুক্তি পাইবার জন্য আর একটি ফেন ও বুদ্‌বুদের যদি উপাসনা করে, সে কখনও তাহাকে মুক্তি দিতে পারে না, কেননা তাহারা পরস্পর একই পদার্থ, এক হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু সমুদ্র মুক্তি দিতে পারে। সমুদ্রের সে ক্ষমতা আছে। ছোট বড় মাঝারি যে প্রকারের তরঙ্গ, ফেন, বুদ্‌বুদ্‌ হউক না কেন, সমুদ্র ইচ্ছামাত্রেই আপনার রূপ করিয়া লইতে পারে ; সেইরূপ ফেন বুদ্‌বুদ্‌রূপী ঋষি, মুনি, অবতারগণকে উপাসনা করিলে কোন ফল নাই ও প্রয়োজন নাই। যতক্ষণ তাঁহারা জগতে স্থূল শরীর ধারণ করিয়া বর্ত্তমান থাকেন, ততক্ষণ তাঁহাদের নিকট হইতে প্রীতি ও ভক্তিপূর্ব্বক সৎ উপদেশ গ্রহণ করিতে হয়। যখন তাঁহারা ফেন, বুদ্‌বুদের ন্যায় সমুদ্ররূপী পরমাত্মাতে লয় পান, তাঁহাদের আর পৃথক অস্তিত্ব থাকেনা, সুতরাং তখন তাঁহাদিগের আর পৃথক উপাসনা, ভক্তি করিবার আবশ্যকও নাই। কেবল পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ নিরাকার সাকার অখণ্ডাকার পরমাত্মার উপাসনা করিতে হয়, কারণ তিনিই একমাত্র জ্ঞান ও মুক্তি দিতে পারেন। কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেরই উহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

লিঙ্গাকার।

শাস্ত্রে যে শিবের অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের তিনটী লিঙ্গ শরীরের বিষয় লিখিত আছে তাহা কারণলিঙ্গ, সূক্ষ্মলিঙ্গ, ও স্থূললিঙ্গ। কারণলিঙ্গ নিরাকার, নির্গুণ, মনবাণীর অতীত। সূক্ষ্মলিঙ্গ জ্যোতিঃস্বরূপ, সূর্য্যনারায়ণ ও চন্দ্রমা। স্থূললিঙ্গ চরাচর স্ত্রীপুরুষ লইয়া লিঙ্গাকার জানিবেক। এই স্থূললিঙ্গ চরাচর স্ত্রীপুরুষ, সূক্ষ্মলিঙ্গ সূর্য্যনারায়ণে মিশিবে এবং সূক্ষ্মলিঙ্গ জ্যোতিঃ-স্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ, কারণলিঙ্গ নিরাকার নির্গুণরূপে স্থিত হইবেন। শাস্ত্রে ইহাকেই লিঙ্গাকার কহে।

জড় ও চেতন।

এস্থলে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, তবে আমরা আমাদের ভ্রম ও অজ্ঞানতা লয় করিবার জন্য কাহার উপাসনা করিব? নিরাকার ব্রহ্মকে ত দেখা যায় না, তিনি অদৃশ্য, মন-বাণীর অতীত ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর, আবার সাকার ব্রহ্ম জগৎ স্বরূপকে কোন কোন মতে জড় বলেন। সুতরাং এক দিকে নিরাকারের ধারণা হয় না, অতএব মনেও তৃপ্তি হয় না, আবার অন্যদিকে সাকার ব্রহ্ম হইলেন জড়; সুতরাং জড়ের মুক্তি দিবার ক্ষমতা নাই, অতএব মুক্তির জন্য আমারা কাহাকে বিশ্বাস করিয়া উপাসনা করিব? এ কথা ঠিক। কিন্তু এখানেও গম্ভীর ও শান্ত চিত্তে জড় ও চেতনের ভাব গ্রহণ করিতে হইবে। জড় ও চেতন, কেবল রূপান্তর ও উপাধিভেদে বলা যায়।

কিন্তু স্বরূপ পক্ষে জড় ও চেতন, নিরাকার ও সাকার সংজ্ঞা ব্রহ্মের মধ্যে নাই। নিরাকার ও সাকার ব্রহ্ম পরিপূর্ণরূপে অখণ্ডাকারে চেতনময়রূপে সর্ব্বদা বিরাজমান আছেন।

জড় ও চেতন এইরূপে বুঝিতে হয়। তুমি জাগ্রত অবস্থায় চেতন, সুষুপ্তি অবস্থায় অচেতন বা জড়, কিন্তু জাগ্রত ও সুষুপ্তি দুই অবস্থাতেই তুমি একই ব্যক্তি বিদ্যমান আছে। কেবল তোমার অবস্থাভেদে তোমাকে চেতন বা অচেতন বা জড় বলা যায়, সেইরূপ পরব্রহ্মের জড়তা ও চৈতন্য অবস্থাভেদে দুয়েতে সংজ্ঞামাত্র, কিন্তু স্বরূপ পক্ষে সেই পরব্রহ্ম পরিপূর্ণরূপে অখণ্ডাকারে সর্ব্বদাই চেতনময়রূপে বিরাজমান আছেন।

যিনি সাকার জগৎময় বিরাট ভগবান তেজোময় জ্যোতিঃস্বরূপ অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণকে জড় বলেন, তিনি প্রথমে বিচার করিয়া দেখুন যে, তিনি নিজে জড় কি চেতন? যদি তিনি বলেন যে,আমি জড়, তাহা হইলে জড়ের কোন বোধাবোধ নাই, বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু তোমার বোধাবোধ আছে, বিচার করিবার ক্ষমতা আছে, সুতরাং তুমি জড় কি প্রকারে হইলে? যদি বল আমি চেতন, তাহা হইলে বল চেতন একটি না অনেক? কিন্তু চেতন একটি ভিন্ন দুইটি নাই। অথবা তুমি নিরাকার না সাকার? যদি বল যে, আমি নিরাকার, তাহা হইলে নিরাকারের জ্ঞান ও অজ্ঞানতা কিছুই নাই, এবং কোন অবস্থা পরিবর্ত্তন নাই। কিন্তু তোমার মধ্যে প্রত্যহ তিন অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে, ইহা তুমি প্রত্যহ জানিতে পারিতেছ। স্বপ্ন, জাগ্রত ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থায় ক্রমান্বয়ে তুমি প্রত্যহ পতিত হইতেছ।

স্বপ্ন, জাগ্রত ও সুষুপ্তি অর্থাৎ অজ্ঞান, জ্ঞান, বিজ্ঞান এই যে অবস্থাত্রয় ইহা সাকার ব্রহ্মে আছে, কি নিরাকার ব্রহ্মে আছে? যদি বল নিরাকার ব্রহ্মে আছে, তাহা হইলে তোমার বলা ভুল হইতেছে এবং শাস্ত্র ও বেদ মিথ্যা হইবে। কেননা, কোন শাস্ত্রেই এ কথা বলেন না যে, নিরাকারে অজ্ঞানতা ও অবস্থা পরিবর্ত্তনাদি আছে? যদি বল যে আমি সাকার, তাহা হইলে বল তুমি সাকার কোন বস্তু? সাকার ব্রহ্ম ত প্রত্যক্ষ বিরাট-রূপে বিরাজমান আছেন; শাস্ত্রে ও বেদে লেখা আছে যে, তাঁহার অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ, ইহা ব্যতীত সাকার ব্রহ্ম আর কেহই নাই ও হইবেও না। ইহার মধ্যে তুমি কোন্‌টা? তুমি ইহার কোন একটা অথবা এই সকলের সমষ্টি? যদি বল যে আমি ইহার কোনটাই নহি, তাহা হইলে ইহা ছাড়া সাকার যখন আর কেহ নাই, তখন তুমি কি? তুমি যখন নিরাকার নহ এবং সাকারও নহ; আর যখন নিরাকার ও সাকার ব্যতীত জগতে আর কিছুই নাই, অথচ তুমি প্রত্যক্ষ বিদ্যমান আছ, তখন তুমি কি, তাহা বল? যদি বল আমি ইহার মধ্যে একটী, তাহা হইলে বল তুমি ইহার মধ্যে কোনটী, জল না জ্যোতিঃ? যদি বল জল, তাহা হইলে জলের কোন বোধাবোধ নাই, যেরূপ সুষুপ্তি অবস্থা আর যদি বল তেজোময় জ্যোতিঃ তাহা হইলে জ্যোতিঃতে অজ্ঞানতা নাই, কারণ জ্যোতিঃ তেজোময় জ্ঞান, শুদ্ধ চেতন স্বরূপ। যদি বল যে আমি এই সকলের সমষ্টি বিরাটরূপ, তবে যখন তুমি নিদ্রা যাও, তখন তোমার স্থূল শরীর বিরাট ত পড়িয়াই থাকে, তবে যে তুমি ঘুমাও, সে কে ঘুমায়? তুমি যে সূর্য্যনারায়ণ

জ্যোতিঃস্বরূপকে জড় বল; কিন্তু তুমি গম্ভীর ও শান্ত চিত্তে বিচার করিয়া দেখ যে, তুমি নেত্রদ্বারা যে এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেখিতেছ, অর্থাৎ এই পিতা, এই মাতা, এই ভ্রাতা, এই ভগিনী, এই স্ত্রী, এই পুত্র, এই ঘর, এই দ্বার, এই বৃক্ষ, এই লতা, এই ফল, এই ফুল ইত্যাদি এবং শাস্ত্র ও বেদ দেখিয়া পাঠ করিতেছ, ইহা তোমার চেতন গুণের অথবা জড়গুণের কার্য্য। যদি জড় গুণের কার্য্য বল, তবে অন্ধকারে (জড়গুণে) তোমার ঘরের মধ্যে কি আছে দেখিয়া বলিতে পার কি? কথনই না। আর যদি বল যে তোমার চেতন গুণের কার্য্য, তাহা হইলে এই চেতন গুণ কাহার? আপনার নিজের অথবা অন্য আর এক জনের? যদি বল আমার চেতন গুণে, তাহা হইলে তুমি যখন অন্ধকারে থাক তখন তোমার চেতন গুণ তোমার সঙ্গেই থাকে, অথচ সে সময়ে তোমার চক্ষু থাকিতেও দেখিতে পাও না কেন? তাহা হইলে তোমাকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, যাহার দ্বারায় দর্শন কার্য্য হইতেছে সেই চেতন গুণ তোমার নহে, অন্য এক জনের। এক্ষণে দেখ যে তিনি কে এবং কোথায় আছেন? রাত্রিতে অন্ধকারে যখন তুমি সূর্য্যনারায়ণের অংশ অগ্নি দ্বারা প্রদীপ জ্বাল, তখন তুমি সমস্ত দেখিতে পাও, অন্যথা নহে। অতএব অগ্নির প্রকাশ গুণদ্বারা তুমি রাত্রে দর্শন কার্য্য করিয়া থাক, দিবসে যখন সূর্য্যনারায়ণ স্বয়ং প্রকাশ হয়েন তখন তাঁহার চেতন অর্থাৎ (প্রকাশগুণ) দ্বারা তুমি জগৎ ব্রহ্মাণ্ডরূপ দর্শন কর। এ স্থলে তোমার চেতনগুণ থাকা সত্বেও তুমি সূর্য্য-নারায়ণ ও অগ্নির প্রকাশ চেতনগুণ ব্যতীত দেখিতে পাইতেছ না। প্রকাশ গুণ চেতন ব্যতীত অচেতন হওয়া কথনই সম্ভবে

না। যেমন নিদ্রিতাবস্থায় যখন তুমি অচেতন অর্থাৎ জড় অবস্থায় থাক, তখন তুমি অন্যত্র যাইতে (প্রকাশ হইতে) পার না, জাগ্রত অর্থাৎ চেতন অবস্থায় যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতে (প্রকাশ হইতে) পার, সেইরূপ চৈতন গুণ না থাকিলে কখনই প্রকাশগুণ থাকিতে পারে না। যাহার প্রকাশগুণ চেতন, সে ব্যক্তিও চেতন ; সে কখনও জড় হইতে পারে না। যে বস্তু জড়,তাহার গুণও জড়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ, অতএব যখন সূর্য্যনারায়ণ ও তাঁহার অংশ অগ্নির চেতনগুণ দ্বারা তোমরা ব্যবহার কার্য্য সম্পন্ন করিতেছ, তাঁহাকে জড় বল কি প্রকারে ? যাঁহার গুণ চেতন হইল, তিনি কি কখন জড় হইতে পারেন ? সেই অনাদি, অনন্ত, নিত্যশুদ্ধ, চৈতন্যপূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ জগৎপিতা, জগন্মাতা, জগদাত্মা নিরাকার ও সাকাররূপে অখণ্ডাকারে চেতনময় পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। যতক্ষণ জীবের জ্ঞানস্বরূপ বোধ না হয়, ততক্ষণ জগৎ ও জগদাত্মা সূর্য্য-নারায়ণকে জড় বলিয়া সংস্কার থাকে। সে যতই শাস্ত্র, বেদ, বেদান্ত, দর্শন, কোরাণ, বাইবেল রাত্রিদিন ধরিয়া পাঠ করুক না কেন, অথবা সহস্র সহস্র শাস্ত্র রচনা করুক না কেন, কিন্তু যতক্ষণ উপাসনা-যোগদ্বারা জ্ঞানস্বরূপ বোধ না হইবে, ততক্ষণ সে নিজে জড় থাকিবে এবং সূর্য্যনারায়ণ চেতন পুরুষকেও জড় বোধ করিবে। যখন জীবের উপাসনা দ্বারা জ্ঞানস্বরূপ বোধ হইবে, তখন তাহার চক্ষুতে এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড অখণ্ডাকারে পূর্ণ রূপে চেতনময় সূর্য্যনারায়ণ বোধ হইবে। তখন আর জড় বলিয়া কিছুই বোধ হইবে না। কেবল সংস্কারদ্বারা জড় বোধ হইতেছে, বিচার করিয়া দেখিতেছ না যে, জড় কি চেতন ?

আর ইহাও সত্য যে যখন জীবের তিনটী চক্ষুই নাই (অর্থাৎ জ্ঞান বিজ্ঞান ও স্বরূপ) ইহার মধ্যে কোন চক্ষুই নাই তখন সে জড় ও চেতনের সূক্ষ্মতা কেমন করিয়া উপলব্ধি করিবে? যদি জ্ঞাননেত্র থাকিত, তাহাহইলে চেতন ভিন্ন অন্য কিছুই দেখিত না, আর যদি বিজ্ঞান নেত্র থাকিত, তাহা হইলে সূর্য্যনারায়ণকে ও আপনাকে লইয়া বিশ্বকে পূর্ণরূপে চেতনময় দেখিত। আর যদি স্বরূপ নেত্র থাকিত, তাহা হইলে নিরাকার সাকার আপনাকে লইয়া তৃণ, ঘাস পর্য্যন্ত পূর্ণপরব্রহ্ম চেতনময় অখণ্ডাকার ভাবিতেন; জড় ও চেতন সংজ্ঞা দুইটাই উঠিয়া যাইত, যাহা তাহাই থাকিত। যখন এই তিন নেত্রের মধ্যে কোন একটিও নাই, তখন সূর্য্যনারায়ণ চেতনময়কে কেমন করিয়া চেতনময় পূর্ণরূপে বোধ হইবে। যাহাদের বাল্যাবস্থা হইতে সূর্য্যনারায়ণকে জড় বলিয়া সংস্কার হইয়া আসিতেছে, তাহারা সূর্য্যনারায়ণকে জড় বলিয়া বোধ করিতেছে এবং যাহাদিগের বাল্যাবস্থা হইতে সূর্য্যনারায়ণকে চেতন বলিয়া সংস্কার হইয়া আসিতেছে, তাহারা সূর্য্যনারায়ণকে চেতন বোধ করিতেছে। কিন্তু সূর্য্যনারায়ণ জড় কিম্বা চেতন তাহা এহাদিগের স্বয়ং বোধ নাই, কারণ তাহাদিগের নিজের জ্ঞান হয় নাই, কেবল সংস্কার দ্বারা জড় ও চেতন শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে। যেমন অন্ধ ব্যক্তিকে যদি কেহ বলিয়া দেয় এই ফলটী কাল, তাহা হইলে সে অন্ধ ব্যক্তি ঐ ফল কাল বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশ করিবে, কিম্বা যদি কেহ বলিয়া দেয় ইহা সাদা তাহা হইলে ঐ অন্ধ ব্যক্তি ঐ ফলটীকে সাদা বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশ করিবে, কারণ তাহার নিজের চক্ষু নাই যে, কাল কি সাদা, দেখিয়া বলিতে পারে।

সেইরূপ অজ্ঞানী ব্যক্তির যাহার যেমন সংস্কার পড়িয়াছে সে সেইরূপ বলিতেছে ও বোধ করিতেছে। আর আর সকল বিষয় এইরূপ বুঝিয়া লইবে। ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ !।

বিনশ্বর, অবিনশ্বর, অনুলোম ও বিলোম।

বিনশ্বর, অবিনশ্বর, অনুলোম, বিলোম কাহাকে বলে বুঝাইয়া দিতেছি গম্ভীর ও শান্তরূপে সার ভাব গ্রহণ কর। মিথ্যা হইতে কখনই সত্য হইতে পারে না অর্থাৎ মিথ্যা হইতে কখনই সৃষ্টি হইতে পারে না ও সত্য কখনই মিথ্যা হইতে পারে না। অবিনশ্বর সত্যকে বলে, বিনশ্বর মিথ্যাকে বলে। সত্যস্বরূপ নিরাকার পরব্রহ্মই কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল জগৎস্বরূপ বিস্তারমান আছেন। স্থূল সূক্ষ্মে লয় হন এবং সূক্ষ্ম কারণে স্থিত হন, এই সাকার জগৎ স্বরূপ দৃশ্যমান বস্তু, যে কারণ পরব্রহ্ম হইতে বিস্তারমান হইয়াছেন, সেই কারণে যাইয়া নিরাকার ভাবে স্থিত হইবেন। এই জন্য অজ্ঞান অবস্থাপন্ন বক্তিগণ না বুঝিয়া এই দৃশ্যমান বিনশ্বর স্থূল জগৎকে মিথ্যা বলিয়া থাকে, কিন্তু বিনশ্বর মিথ্যা নহেন, ইনি সত্য হইতে হইয়াছেন তাহাহইলে ইনি কিপ্রকারে মিথ্যা হইবেন ? কেবল রূপান্তর হন। স্থূল বস্তু অগ্নির সঙ্গ পাইয়া অগ্নি হন, অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া বায়ুস্বরূপ হন। বায়ু নিস্পন্ন হইয়া আকাশ স্বরূপ হন আকাশের শব্দ নিস্পন্ন হইয়া মহা আকাশ হন, মহা আকাশ হইতে অর্দ্ধমাত্রা,

অর্দ্ধমাত্রা হইতে বিন্দু এবং বিন্দু হইতে কারণ পরব্রহ্মে স্থিত হন, ইহাকে শাস্ত্রে বিলোম বলিয়া থাকেন এবং পুনরায় নিরাকার পরব্রহ্ম হইতে বিন্দুস্বরূপ বিন্দু হইতে অর্দ্ধমাত্রা, অর্দ্ধমাত্রা হইতে মহা আকাশ, মহা আকাশ হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, এবং জল হইতে পৃথিবী, যেমন দুগ্ধ জমিয়া দধি হয়, এইপ্রকার বিস্তার হওয়াকে শাস্ত্রে অনুলোম বলিয়া থাকেন। এই সমস্ত হইতে সমস্ত চরাচর স্ত্রী, পুরুষ, বিরাট ভগবানের সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর গঠন হইয়াছে। যথা—পৃথিবী হইতে সমস্ত চরাচর স্ত্রী, পুরুষের অস্থি ও মাংস হইয়াছে, জল হইতে রক্ত রস ও নাড়ী হইয়াছে, অগ্নি হইতে ক্ষুধা লাগিতেছে, আহার করিতেছ, অন্ন পরিপাক হইতেছে, বায়ু হইতে শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে, আকাশ হইতে কর্ণদ্বারে শ্রবণ করিতেছ, মহা আকাশ হইতে সমস্ত ধারণ করিতেছ, অর্দ্ধমাত্রা চন্দ্রমা জ্যোতিঃ হইতে মন দ্বারা সমস্ত বুঝিতেছ এবং রাত্রি ও দিবস, সংকল্প ও বিকল্প উঠিতেছে; এবং বিন্দুরূপী সূর্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ তোমাদিগের মস্তকের ভিতরে ও বাহিরে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার দ্বারা তোমরা চেতন হইয়া নেত্রদ্বারে ব্রহ্মাণ্ডরূপ দর্শন করিতেছ, সৎ, অসৎ, বিচার করিতেছ ও তোমরা এবং সূর্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ এক অর্থাৎ অভেদ হইয়া নিরাকার নির্গুণ কারণে স্থিত হইতেছ। এইরূপ বিনশ্বর, অবিনশ্বর, বিলোম ও অনুলোমের বিষয় বুঝিয়া লইবে।

দ্বৈত ও অদ্বৈত নির্ণয়।

বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেরই উদ্দেশ্য একমাত্র পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ এবং সকল শাস্ত্রেই লেখা আছে যে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে কেবল এক মাত্র ব্রহ্মই ছিলেন এবং তাঁহা হইতেই এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড বিস্তার হইয়াছেন।

এখন আপনাপন মান, অপমান, জয়, পরাজয়, পক্ষপাত, স্বার্থপরতা ও দ্বৈত, অদ্বৈত প্রভৃতি নানা উপাধি ত্যাগ করিয়া বিচার পূর্ব্বক গম্ভীর ও শান্তরূপে এই সকল বিষয়ের সারভাব গ্রহণ করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে চেষ্টা কর। কারণ লোকে জগতের মধ্যে কেবল অজ্ঞানতা বশতঃ দ্বৈত, অদ্বৈত নিরাকার, সাকার, নির্গুণ, সগুণ এবং পঞ্চোপাসনা ইত্যাদি উপাধি লইয়া সর্ব্বদা পরস্পর বিরোধ করিয়া কেবল মনে অশান্তি ভোগ করিতেছে ও কষ্ট পাইতেছে ও সকলকে কষ্ট দিতেছে।

যথার্থপক্ষে কেহ আপনাদিগের ইষ্ট দেবতাকে না নিরাকার, নির্গুণ, অদ্বৈত; না সাকার, সগুণ, দ্বৈতভাবে উপাসনা করিতেছে। কেবল মাত্র আপনাপন পক্ষ সমর্থনের জন্য শব্দার্থ লইয়া তর্ক বিতর্ক ও বিরোধ করিয়া জগতের অমঙ্গলের কারণ হইতেছে, স্বয়ং ভ্রষ্ট হইতেছে ও অপরাপরকেও সত্য ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট করিতেছে; কেহই সার বস্তুর দিকে লক্ষ রাখিতেছে না। কিন্তু যে ভক্ত আপনার ইষ্টদেব অর্থাৎ পূর্ণ পরমব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু, মাতা পিতাকে নিরাকার নির্গুণ অদ্বৈত ভাবেই হউক

অথবা সাকার স্বগুণ দ্বৈতভাবেই হউক, যে ভাবেই হউক না কেন—যে যথার্থ সার বস্তু অর্থাৎ পূর্ণ পরমব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনা করিবে তাহার অজ্ঞানতা দূর হইবেই হইবে এবং সে শান্তি পাইবে। তাহার কাহারও সহিত বিরোধ থাকিবে না; এবং তাহা হইতে জগতের মঙ্গল ব্যতীত কখনও অমঙ্গল হইবে না।

স্বরূপ পক্ষে পূর্ণপরমব্রহ্ম জ্যোঃতিস্বরূপে দ্বৈত বা অদ্বৈত, নিরাকার বা সাকার, নির্গুণ বা স্বগুণ প্রভৃতি উপাধি আদৌ নাই। তিনি অনাদি কাল হইতে পরিপূর্ণরূপে অখণ্ডাকারে, অনাদি অনন্তরূপে বিরাজমান আছেন। ইহা কেবলমাত্র জ্ঞানবান ব্যক্তি অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের উপাসনা করিবার জন্য অর্থাৎ যাহাতে তাহাদিগের জ্ঞান ও মুক্তি হয়, দ্বৈত বা অদ্বৈত, নিরাকার বা সাকার, নির্গুণ বা সগুণ প্রভৃতি ভাব জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতার প্রতি কল্পনা করিয়া দিয়াছেন পরে যখন জ্ঞান হইবে তখন স্বয়ংই সার ভাব বুঝিয়া লইবে।

নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তের দ্বারায় দ্বৈত ও অদ্বৈত বিষয়ের সার ভাব গ্রহণ করিবে যেমন পিতা হইতেই পুত্রকন্যার জন্ম হয়; কিন্তু যখন পুত্রকন্যার জন্ম হয় নাই, তখন পিতা যাহা তাহাই ছিলেন; তখন তাহার মধ্যে দ্বৈত বা অদ্বৈত ভাব ছিল না। পিতা শব্দ নাম ছিল না ও পুত্র কন্যা নাম শব্দ ছিল না। কিন্তু যখন পিতা হইতে পুত্র কন্যা উৎপন্ন হয়, তখন পিতা ও পুত্রকন্যা নাম উপাধি কল্পনা করা হয় ও পিতা পুত্র কন্যার কারণ হন। কিন্তু স্বরূপপক্ষে পিতা পুত্র কন্যাকে লইয়া একই অদ্বৈত বস্তু জানিতে হইবে। এবং তাহাতে স্বরূপ পক্ষে পিতা

পুত্র কন্যা নাম আদৌ নাই, ও দ্বৈত বা অদ্বৈত ভাবও আদৌ নাই। কারণ পিতা, পুত্রকন্যা, নাম উপাধি ত্যাগ করিয়া সার-বস্তুর দিকে দৃষ্টি করিলে সার বস্তু যাহা তাহাই থাকে। ইহাতে দ্বৈত বা অদ্বৈত ভাব আদৌ নাই, কেবল যখন পিতা, পুত্র, কন্যা নাম উপাধির দিকে দৃষ্টি দেওয়া যায় তখন দ্বৈত বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ পিতাশব্দ পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ ও পুত্র কন্যা শব্দ তোমরা চরাচর স্ত্রী পুরুষ ইত্যাদি জানিবে।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত জগৎপিতা জগৎস্বরূপে বিস্তার হন নাই, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি যাঁহা তাঁহাই ছিলেন; এখনও যাঁহা তাঁহাই আছেন; এবং পরেও যাঁহা তাঁহাই থাকিবেন। স্বরূপ-পক্ষে তাঁহাতে দ্বৈত বা অদ্বৈত, নিরাকার বা সাকার, নির্গুণ বা সগুণ ভাব আদৌ নাই ও হইবেক না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। তিনি যাঁহা তাঁহাই পরিপূর্ণরূপে অখণ্ডাকারে তোমাদিগকে লইয়া অনাদিকাল হইতেই বিরাজমান আছেন। কিন্তু তিনি যখন আপন ইচ্ছায় এই জগৎব্রহ্মাণ্ড চরাচর স্ত্রী পুরুষ ইত্যাদি বিস্তার করিলেন, তখন তাঁহার মধ্যে দুইটী নাম কল্পনা করা হইল—যথা দ্বৈত ও অদ্বৈত অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম।

স্বরূপ পক্ষে পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ মাতাপিতা অদ্বৈত জানিবে এবং উপাধি ভেদে জীবশব্দ দ্বৈত জানিবে। যত-ক্ষণ পর্য্যন্ত জ্ঞান না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত দ্বৈত বা অদ্বৈত বোধ হইবে এবং তাহা মানিয়া মাতাপিতারূপ পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃ-স্বরূপকে ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনা করিতে হইবে ও তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে হইবে ও ইহা করা উচিত যাহাতে তোমাদিগের জ্ঞান ও মুক্তি হয় এবং তোমরা কি শারীরিক কি মানসিক

কোন প্রকার কষ্ট না পাও। যখন জ্ঞান হইবে তখন দ্বৈত বা অদ্বৈত, নিরাকার বা সাকার, নির্গুণ বা সগুণ সকল প্রকার ভ্রম দূর হইবে ও শান্তি পাইবে। তখন কাহারও সহিত কাহারও বিরোধ ভাব থাকিবেক না। সকলেই শান্তি পাইবে ও জগতের মঙ্গল হইবে। এইরূপ সকল বিষয়ের সারভাব বুঝিয়া লইবে।

নিরাকার নির্গুণ ও সাকার সগুণ।

নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তের দ্বারায় নিরাকার নির্গুণ ও সাকার সগুণ ব্রহ্মের বিষয় বুঝাইয়া দিতেছি সারভাব গ্রহণ কর, যেমন অগ্নিদেব অপ্রকাশরূপে অর্থাৎ নিরাকার নির্গুণ ভাবে সকল স্থানেই সকল বস্তুতেই বিরাজমান আছেন কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় না। যখন কাষ্ঠ, লৌহ, প্রস্তর বা দিয়াশলাই প্রভৃতি ঘর্ষণ করা যায় তখন অগ্নিদেব নিরাকার নির্গুণ হইতে তাহার সকল প্রকার শক্তি, নাম, রূপ লইয়া সাকার সগুণ রূপে প্রকাশ হন ও সকল প্রকার ক্রিয়া করেন। যথা, তাঁহার প্রকাশশক্তি গুণে অন্ধকার লয় হয়, উষ্ণতা গুণে উত্তপ্ত হয়, তাঁহার ধূম দ্বারায় মেঘ হইতে বারি বর্ষণ হয়, পীতবর্ণ শক্তি গুণে তামসিক কার্য্য হয়, রক্তবর্ণ শক্তি গুণে রাজসিক কর্ম্ম হয় এবং শ্বেতবর্ণ শক্তি গুণে সাত্ত্বিক কার্য্য হয়। অগ্নিদেব চৈতন্য গুণ শক্তির দ্বারায় তৈল, বাতি প্রভৃতি সকল বস্তুই আহার করেন অর্থাৎ স্থূল ব্রহ্মাণ্ডকে ভস্ম অর্থাৎ রূপান্তর করিয়া নির্গুণ কারণে যাইয়া স্থিত হয়েন। অতএব এসকল নানা

নাম, রূপ, শক্তি, গুণ তাঁহাতে প্রকাশিত হওয়ায় তাঁহার সাকার সগুণ নাম কল্পনা করা গিয়াছে। আর যখন স্থূল-ব্রহ্মাণ্ডকে ভস্ম করিয়া অদৃশ্য হয়েন অর্থাৎ তাঁহার সকল প্রকার নাম, রূপ, শক্তি, গুণ আপনাতে লয় করিয়া নিরাকার নির্গুণ কারণে স্থিত হন তখন তাঁহার নিরাকার নির্গুণ নাম কল্পনা করা হয়। এই প্রকার পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপের নিরাকার নির্গুণ ও সাকার সগুণ বিষয়ের সারভাব গ্রহণ করিবে।

যিনি নিরাকার নির্গুণ পূর্ণপরব্রহ্ম তিনিই সাকার সগুণ জগৎস্বরূপে বিস্তার হইয়া আছেন এবং যিনি সাকার জগৎ-স্বরূপ তিনিই স্বরূপে নিরাকার নির্গুণ অনাদিকাল হইতে বিরাজমান আছেন। অর্থাৎ তিনি নিরাকার, সাকার অখণ্ডা-কারে সমূহ শক্তি, গুণ, নাম, রূপ, ক্রিয়া লইয়া পরিপূর্ণরূপে নিরাকার ভাবেই বিরাজমান আছেন। যদি তাঁহাতে এই সকল না থাকিত তাহা হইলে এই সকল শক্তি, গুণ, নাম, রূপ কোথা হইতে আসিবে?

যেমন যখন তোমরা গাঢ় নিদ্রা যাও তখন যেমন তোমাদি-গের গুণ, ক্রিয়া প্রকাশ না থাকায় তোমাদিগকে নিরাকার নির্গুণ বলা যায় ও যখন তোমরা জাগরিত হও তখন যেমন তোমাদিগের সঙ্গে সঙ্গেই নানা প্রকার গুণ, ক্রিয়া অর্থাৎ বল, বুদ্ধি, শক্তি, জ্ঞান, বিজ্ঞান প্রকাশ পায় তখন তোমাদিগকে সাকার সগুণ বলা যায়। কিন্তু তুমি কি জাগ্রত কি সুষুপ্ত উভয় অবস্থাতেই সকল প্রকার গুণ, ক্রিয়া লইয়া একই ব্যক্তি যাহা তাহাই থাক, স্বরূপ পক্ষে তোমার মধ্যে নিরাকার নির্গুণ বা সাকার সগুণ কোনও প্রকার উপাধি নাই। এই প্রকার

পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু, মাতাপিতার নিরাকার নির্গুণ ও সাকার সগুণ ভাব বুঝিয়া হইবে।

পঞ্চোপাসকের ভ্রম মীমাংসা।

পঞ্চোপাসকগণের অজ্ঞানতা বশতঃ তাহারা না বুঝিয়া পরস্পর কত বিরোধ করিতেছে ও মনে কত অশান্তি ভোগ করিতেছে তাহা বলা যায় না।

যথার্থ পক্ষে কেহ আপন ইষ্টদেবতা অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ মাতাপিতাকে না চিনিয়া পরস্পর পরস্পরের ইষ্ট দেবতাকে পৃথক্ ভাবিয়া নিন্দা করিতেছে ও আপন ইষ্ট দেবতাকে প্রধান বলিয়া মনে করিতেছে কিন্তু তাহারা জানে না যে কে তাহাদের ইষ্ট দেবতা এবং তাঁহার স্বরূপ কি।

যেমন শৈবগণ বিষ্ণু নামের নিন্দা করিতেছে ও শিব নামের মান্য করিতেছে, বৈষ্ণবগণ শিব নামের নিন্দা করিতেছে এবং বিষ্ণু নামের মান্য করিতেছে, সেই প্রকার সৌর গাণ-পত্য ও শক্তি প্রভৃতি উপাসকগণও আপন আপন ইষ্ট দেবতার নামকে মান্য করিতেছে ও অপরাপর ইষ্ট দেবতার নামকে অপূজ্য সামান্য বোধে ঘৃণাও করিতেছে, কিন্তু তাহাদের এ জ্ঞান নাই যে সকলের ইষ্ট দেবতা একই—নিরাকার, সাকার, অখণ্ডাকারে পরিপূর্ণরূপে সকল স্থানে সর্ব্বদা বিরাজমান আছেন, কেবল মহাত্মাগণ ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র কল্পনা করিয়া-

ছেন কিন্তু সকলের ইষ্টদেবতা ভিন্ন ভিন্ন নহেন, পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপই সকলেরই ইষ্ট দেবতা হন।

প্রত্যক্ষ শাস্ত্রানুসারে ও যুক্তি দ্বারায় বিচার করিয়া দেখ নিরাকার ব্রহ্ম মনবাণীর অতীত ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর তাঁহাতে পঞ্চ ভিন্ন ভিন্ন দেবতাও নাই ও পঞ্চোপাসনা নাই, কারণ নিরাকার একই আছেন। তিনিই নিরাকার হইতে সাকার জগৎস্বরূপ ত্রিগুণাত্মারূপে বিরাটব্রহ্ম প্রত্যক্ষ বিরাজমান আছেন, তাঁহাতেই সকল প্রকার উপাধি শব্দার্থ ও বিচার হইতে পারে।

ইহা সকলেই জানেন, শাস্ত্রে লিখিত আছে যে একমাত্র বিরাটব্রহ্ম জগদাত্মা গুরু মাতা পিতাই জগৎস্বরূপে বিস্তৃত আছেন। ইহা ছাড়া আর কেহ নাই, হন নাই ও হইবেন না এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই, এই বিরাট জগৎ মাতা পিতার অঙ্গ প্রত্যঙ্গকেই বেদে দেব দেবীমাতা বলেন। যথা পৃথিবী দেবতা, জলদেবতা, অগ্নিদেবতা, বায়ুদেবতা, তারাদেবতা, আকাশদেবতা, চন্দ্রমাদেবতা, বিদ্যুৎদেবতা, সূর্য্যনারায়ণ দেবতা,ইহা ছাড়া আর দেব, দেবীমাতা নাই ; হইবেক নাই ; হইবার সম্ভাবনাও নাই ।

বেদ ও শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যে বিরাটব্রহ্ম বিষ্ণু ভগবানের নেত্র সূর্য্যনারায়ণ, চন্দ্রমা তাঁহার মন, অগ্নি তাঁহার মুখ, আকাশ তাঁহার দেহ ও মস্তক, বায়ু তাঁহার প্রাণ, জল তাঁহার নাড়ী, পৃথিবী তাহার চরণ। এই বিরাটব্রহ্ম ব্যতীত পৃথক্ পৃথক্ দেব দেবী মাতা আর নাই। যেথানে, যে দ্বীপে যেদিকে, পাতালে কিম্বা আকাশে যেথানেই যাওনা কেন, এই

বিরাটব্রহ্ম এই জগৎ মাতাপিতাকে পাইবে। ইহাঁর নাম বিষ্ণু ভগবান, বিশ্বনাথ, গণপতি, দেবীমাতা ও সূর্য্যনারায়ণ, সাবিত্রী, গায়ত্রী মাতা এবং এহাঁর সহস্র সহস্র নাম কল্পনা করা হইয়াছে। এহাঁ ছাড়া কাহারও পৃথক্ পৃথক্ ইষ্ট দেবদেবী মাতা আর নাই, ও হইবেক না এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই। কেবল একমাত্র নিরাকার সাকাররূপে পূর্ণপরব্রহ্মই সকলেরই ইষ্টদেবতা হন, ইনিই সকল স্থানেই প্রত্যক্ষ বিরাজমান আছেন। যদ্যপি তোমরা এহাঁ ছাড়া আপন দেবদেবী মাতাকে পৃথক্ পৃথক্ মনে কর তাহা হইলে তিনি কোথায় আছেন তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া লইয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে চেষ্টা কর।

ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে একস্থানে একব্যক্তি বসিয়া থাকিলে, তাহাকে না সরাইয়া অপর কেহ বসিতে পারে না।

* একমাত্র সর্ব্বব্যাপী বিরাটপূর্ণ পরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু, আত্মা, মাতা পিতাই সকল স্থানেই পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন, যদ্যপি এহাঁ ছাড়া তোমাদের দেবদেবী, মাতা, পৃথক্ পৃথক্ হন, তাহা হইলে তাঁহারা কোথায় আছেন ও থাকিবেন, এহাঁকে না সরাইলে তাঁহারাও স্থান পাইবেন না, কিন্তু এহাঁর সরিবার স্থান নাই কারণ ইনি সকল স্থানেই পরিপূর্ণ আছেন। ইত্যাদি সারভাব বুঝিয়া বিচার পুর্ব্বক আপনাদিগের ইষ্ট-দেবতাকে চিনিতে ইচ্ছা কর।

পূর্ণপরব্রহ্ম কাহাকে বলে।

যেমন পূর্ণবৃক্ষ বলিতে হইলে তাহার মূল, গুঁড়ি, শাখা, প্রশাখা, পাতা, ফুল, ফল, মিষ্টতা প্রভৃতি সকল প্রকার গুণ, নামরূপ লইয়া পূর্ণবৃক্ষ বলা যায়, তাহার একটি মাত্র শাখা কিম্বা পত্র ছাড়িয়া দিলে যেমন পূর্ণবৃক্ষ বলা যায় না, বৃক্ষের অঙ্গহীন হয়, সেই প্রকার পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতার একটি অংশ ছাড়িয়া দিলে তাঁহাকে পূর্ণপরব্রহ্ম বলা যায় না, তাঁহার অঙ্গহীন হয়। যদি কেহ নিরাকার ছাড়িয়া কেবল সাকার উপাসনা করে কিম্বা সাকার ছাড়িয়া কেবল নিরাকার উপাসনা করে তাহা হইলে পূর্ণরূপে উপাসনা করা ইহবেক না। তাহা হইলে সাকার একদেশী ব্যষ্টি এবং নিরাকার একদেশী ব্যষ্টি হইয়া পড়েন কেহই পূর্ণ হইলেন না উভয়েরই অঙ্গহীন হইল।

অতএব নিরাকার সাকার অখণ্ডাকারে পূর্ণরূপে পরব্রহ্মের উপাসনা করিবে নচেৎ অঙ্গহীন হইবেক।

বেদ কাহাকে বলে।

কেহ কেহ বলে যে বেদ অনাদি—ঈশ্বর প্রণীত। অপরাপর শাস্ত্র আধুনিক—মানব কল্পিত; সুতরাং ভ্রমপূর্ণ। অতএব বেদকে ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া মান্য করা এবং উহার মতে চলা উচিত। আবার কেহ কেহ বলে যে বেদ অনাদি সত্য, কিন্তু সকলে বেদের অর্থ বুঝিতে সক্ষম নহে' বলিয়া ঋষিগণ বেদকে অবলম্বন করিয়া অন্যান্য শাস্ত্র (পুরাণ, তন্ত্রাদি) প্রণয়ন করিয়াছেন। অতএব ইহাও বেদের ন্যায় সত্য এবং ইহার মতে চলা

কর্ত্তব্য। খ্রীষ্ট উপাসকগণ বলে বাইবেল একমাত্র সত্য-ধর্ম্ম-পুস্তক ও ঈশ্বরের বাক্য; অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র মিথ্যা। আবার মুসলমানগণ বলে যে আমাদের কোরাণই একমাত্র সত্যশাস্ত্র, অন্যান্য শাস্ত্র মিথ্যা, ভ্রমপূর্ণ।

এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, এই সকল ধর্ম্ম-মতের মধ্যে কোন্‌টি সত্য এবং কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী যথার্থ সত্য ধর্ম্ম আচরণ করে? আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে "সত্য" এক কি বহু? আর সেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম এক কি দুই জন? "সত্য" এক বই দুই হইতে পারে না—ইহা স্বতঃসিদ্ধ। আর সেই সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম এক ব্যতীত দুই নহেন, ইহা সকল শাস্ত্রেরই মত।

যদি একই সত্যপুরুষ দ্বারা বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ, তন্ত্রাদি লেখা হইয়া থাকে তাহা হইলে কখনই পরস্পরের মধ্যে বিরোধ মতভেদ দৃষ্ট হইবে না। ঈশ্বর মানুষ নহেন যে বয়সের সহিত জ্ঞানের এবং জ্ঞানের সহিত মতের ভিন্নতা দৃষ্ট হইবে? অতএব ঈশ্বরের দ্বারা শাস্ত্র লিখিত হইলে সকল শাস্ত্রই এক মত হইবে, সন্দেহ নাই। তবে যে এই সকল শাস্ত্রমধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ আর কিছুই নহে কেবল স্বার্থপরতা। যাহারা আপন আপন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে শাস্ত্র লিখিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত অন্য লোকের লিখিত শাস্ত্রের সহিত কখনই মিল থাকিবে না স্থির নিশ্চয়। যে সকল মহাপুরুষ নিঃস্বার্থভাবে সারতত্ত্ব লিখিয়াছেন ও লিখিবেন, তাহা সকলের পক্ষেই কল্যাণকর হইবে, আর জগতের কাহারও সহিত (অবশ্য সত্যতত্ত্বানুসন্ধায়ী লোকের) অমিল

হইবে না, ইহা নিশ্চয় জানিবে। "সত্য" সকল স্থানেই সকলের নিকটেই সত্য; "মিথ্যা" সকল স্থানেই ও সকলের নিকটেই মিথ্যা। কিন্তু যিনি যেমন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তিনি সেই প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং সেই সেই অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ সেই সেই প্রকার ভাব বুঝিয়াছেন ও বুঝিতেছেন। অপরাপর অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ অপরাপর অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণের ভাব গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না। যেরূপ অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ জ্ঞানবান ব্যক্তিগণের ভাব এবং অজ্ঞানী ও জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ স্বরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণের ভাব বুঝিতে পারে না; যেমন স্বপ্নাবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ জাগ্রতাবস্থাপন্ন বক্তিগণের ভাব বুঝিতে পারে না এবং স্বপ্ন ও জাগ্রত উভয় অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ সুষুপ্তি অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণের ভাব বুঝিতে পারে না। প্রথমে বিচার করিয়া দেখা উচিত যে, বেদ, বাইবেল, পুরাণ, কোরাণ কাহাকে বলে? আর ইহা কি বস্তু? নিরাকার না সাকার? যদি নিরাকার হয়েন ত অদৃশ্য, মনোবাণীর অতীত ও ইন্দ্রিয়-অগোচর। যদি সাকার হয়েন তাহা হইলে ত প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান বিরাট-ব্রহ্ম। এহাঁ ছাড়া ত আর কেহই নাই। তবে কাহাকে বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণাদি বলে? যদি সত্যকে বল—তবে তাহা নিরাকার সাকার পরিপূর্ণ অখণ্ডাকার একই অনাদি সত্য বিরাজমান আছেন। যদি মিথ্যাকে বল, তবে মিথ্যা কি বস্তু? যদি কাগজ কালীকে বল, তাহা হইলে জগতে যত দপ্তরখানায় কাগজ কালী আছে, সকল গুলিই বেদ, বাইবেল, পুরাণ, কোরাণ হইতে পারে। যদি শব্দকে বল, তাহা হইলে শব্দ

মাত্রেই আকাশের গুণ, সুতরাং সকল শব্দই বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ! যদি আকাশকে বল, তাহা হইলে একই সর্ব্বব্যাপী আকাশ অনাদি কাল হইতে আছেন, তাঁহার মধ্যে কোন উপাধি নাই। সুতরাং কাহারও মতের সহিত কাহারও বিরোধী হওয়া উচিত নহে। যদি জ্ঞানকে বল, তবে জ্ঞান একটি না দুইটি? তবে জ্ঞান ত একই; একই জ্ঞানময় ঈশ্বর অখণ্ডাকারে আপনাদের ভিতর বাহিরে পরিপূর্ণরূপে বিরাজ-মান আছেন। জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বর যদি লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণাদির মধ্যে এত বিরোধ দৃষ্ট হয় কেন? ইহার মধ্যে তোমরা কোন্‌টিকে বেদ, বাইবেল, পুরাণ, কোরাণ বলিয়া স্বীকার কর? তোমরা আপন আপন জয়, পরাজয়, মান, অপমান পরিত্যাগ করিয়া স্থিরচিত্তে, নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখ সকল মত, সকল ভাব পরিত্যাগ করিয়া এবং একমাত্র সারবস্তু যিনি নিরাকার সাকাররূপে বিরাজমান আছেন, সেই পূর্ণ পরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ অখণ্ডাকার আত্মাগুরুকে হৃদয়ে ধারণ কর, তাহা হইলে তোমাদের পরস্পরের মনের সকল প্রকার ভ্রম যাইবে; এবং বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ কাহাকে বলে, তাহা জানিতে পারিবে। যে ব্যক্তি পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃ-স্বরূপ ভগবানকে মানে সেই ব্যক্তি যথার্থ বেদাদি শাস্ত্রের মর্য্যাদা রাখে; নতুবা যে ব্যক্তি মুখে বেদকে মানি বলে, অথচ তাহার অর্থ বুঝে না এবং তাঁহার কার্য্য করে না, স্বার্থ প্রযুক্ত অন্তরে একভাব ও বাহিরে আর এক ভাব প্রকাশ করে, সেই ব্যক্তি যথার্থ বেদাদিশাস্ত্রের অমর্য্যাদাকারী—ভণ্ড।

এ সকল লোকের কোনকালেই মঙ্গল নাই। চিরকালই অশান্তি ভোগ করিয়া থাকে।

বেদাদি সকল শাস্ত্রেরই উদ্দেশ্য এক। সকল শাস্ত্রেরই প্রতিপাদ্য সেই একমাত্র পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিস্বরূপ পরমাত্মা। যাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিলে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন করা যায় ও আত্মা চিরশান্তিতে থাকে ব্রহ্ম ব্যতীত একটী তৃণ পর্য্যন্ত উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। ব্রহ্ম অনাদি, তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই ও মধ্য নাই। যেমন তেমনই পরিপূর্ণ আছেন। নিরাকার ব্রহ্ম সাকার জগৎস্বরূপে অনাদি কাল হইতে প্রত্যক্ষ বিরাটরূপে বিরাজমান আছেন। আদিতে যে পৃথিবী ছিলেন, এখনও সেই পৃথিবী আছেন। সেই জল, অগ্নি, সেই বায়ু, সেই আকাশ, সেই চন্দ্রমা, সেই সূর্য্যনারায়ণ আদিতে যেমন ছিলেন, এখনও তেমনিই বিরাটরূপে বিরাজমান আছেন নূতন সৃষ্টি কেহই করিতে পারে নাই, এবং পারিবেও না; যাহা আছেন তাহা অনাদিই আছেন, ইহার নূতন পুরাতন কিছুই নাই, সুতরাং শাস্ত্রেরও নূতন পুরাতন কিছুই নাই; সার বস্তুকে গ্রহণ করিতে হয়। দেখ পূর্ব্বে আমরা এক রাজার প্রজা ছিলাম, তিনি ইচ্ছামত আমাদের উপর রাজদণ্ড পরিচালনা বরিয়াছেন, তাহার রাজ্যাবসানে আমরা এক্ষণে আর এক রাজার শাসনে আছি। এক্ষণে যদি আমরা বলি যে এ রাজাকে মানি না, তাহা হইলে ইনি আমাদের কথা শুনিবেন না, যে কোন প্রকারে হউক না কেন, আমাদিগকে শাসনে রাখিবেন। এস্থলে বুঝা উচিত যে, এই রাজা নূতন হয়েন নাই, আগে রাজা

(বস্ত) ছিলেন, এক্ষণে আবার রাজা হইয়াছেন। কোন পুত্র কন্যার বলা উচিত নহে যে প্রপিতামহ মরিয়া গিয়াছেন, তিনি পুরাতন তাঁহাকে মানিব, পিতামহ নূতন ইঁহাকে মানিব না। ইহা যে কত বড় ভুল ও অন্যায়, তাহা বলা যায় না। সকল পুত্র কন্যার বুঝা উচিত যে এই পিতামহ আদিতে ছিলেন তাই।এখন আসিয়াছেন, যদি আদিতে না থাকিতেন তবে এখন আসিতেন না। পিতামহকে অপমান করিলে প্রপিতামহকে অপমান করা হয়। সাকার বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মকে অপমান করিলে নিরাকার ব্রহ্মকে অপমান করা হয় এবং নিরাকার ব্রহ্মকে অপমান করিলে সাকার জ্যোতিঃস্বরূপের অপমান করা হয়, এই প্রকার বেদ, শাস্ত্র প্রভৃতির সারভাব বিচার পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপী থাকিবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

বেদপাঠে অধিকার।

সামাজিক কোন হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, বেদপাঠ করা ও ওঁকার মন্ত্র ব্রহ্মগায়ত্রী জপ ও স্বাহা বলিয়া অগ্নিতে আহুতি দিবার শূদ্র ও স্ত্রীলোকদিগের অধিকার নাই। কিন্তু তোমরা গম্ভীর ও শান্তরূপে আপনাপন মান, অপমান, জয়, পরাজয়, স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া বিচারপূর্ব্বক সারভাব গ্রহণ করিবে। দেখ, যাহার ঘরে অন্ধকার আছে,তাহারই অগ্নির প্রয়োজন করে; যাহার অন্ধকার নাই তাহার অগ্নির—আলোর প্রয়োজন নাই।

সেইরূপ যে ব্যক্তির অজ্ঞানতা আছে, সেই ব্যক্তির জ্ঞানরূপ আলোকের প্রয়োজন। বেদশাস্ত্র, ব্রহ্মগায়ত্রী, ওঁকার ও অগ্নিতে আহুতি দিবার যে বিধি আছে তাহা কেবল অজ্ঞানদিগের জন্য; যাহাতে অজ্ঞানতা দূর হইয়া জ্ঞানমুক্তস্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপে থাকে। সেইরূপ জ্ঞানবান ব্যক্তির জন্য বেদশাস্ত্র, ব্রহ্মগায়ত্রী ও ওঁকার মন্ত্র হয় না। কেবল শাস্ত্রপাঠ করিলেই প্রকৃত জ্ঞান হয় না এবং এইরূপ অজ্ঞান অথচ শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরাই না বুঝিয়া বলিয়া থাকেন যে শূদ্র ও স্ত্রীলোকের ওঁকার ও ব্রহ্মগায়ত্রী জপে ও স্বাহা বলিয়া অগ্নিতে আহুতি দিবার অধিকার নাই। কিন্তু বেদপাঠ করা জ্ঞান বিস্তারের জন্য। জ্ঞান বিস্তার অজ্ঞানের জন্য। অতএব বেদপাঠ অজ্ঞানের জন্য। শূদ্র অর্থে অজ্ঞান। অতএব বেদপাঠ শূদ্রের জন্য। জ্ঞান শিক্ষা জ্ঞানীর জন্য নিষ্প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ অর্থে জ্ঞানী (কো ব্রাহ্মণঃ ?—ব্রহ্মবিদঃ স এব ব্রাহ্মণঃ)। ব্রহ্মণ বেদ ব্রহ্মোই ভবতি। অতএব ব্রাহ্মণের জন্য জ্ঞানশিক্ষা অর্থাৎ বেদপাঠ নিষ্প্রয়োজন। আবার শাস্ত্র অনুসারে বিচার করিয়া দেখ, তাহা হইলে জানিবেন যে স্ত্রী ও শূদ্রদিগের সকল বিষয়ে অধিকার আছে, কারণ শূদ্র অজ্ঞান অবস্থাপন্নকে বলে ও ব্রাহ্মণ জ্ঞান অবস্থাপন্নকে বলে। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে, যথা কো ব্রাহ্মণঃ—ব্রহ্মবিদ্ স এব ব্রাহ্মণঃ অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানেন তিনিই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্ম একই অবস্থার নাম। ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মই ভবতি অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মাকে জানেন তিনিই ব্রহ্ম। অতএব বিচার করিয়া দেখ, কেবল ব্রহ্মপ্রাপ্তি (ব্রহ্মকে জানিবার) জন্য বেদপাঠ ও ব্রহ্মগায়ত্রী ওঁকার জপ করিবার প্রয়োজন, নতুবা কোন

প্রয়োজন নাই। যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনিই ব্রাহ্মণ, তাঁহার কোন বেদ, ব্রহ্মগায়ত্রী, ওঁকার মন্ত্র জপ করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু যে ব্রহ্মকে জানে না সে অজ্ঞান অবস্থাপন্নের নাম শূদ্র সংজ্ঞা। তাহারই জ্ঞানযুক্ত হইবার জন্য অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্যই বেদপাঠ, ব্রহ্মগায়ত্রী ওঁকার মন্ত্র জপ ও অগ্নিতে আহুতি দিবার প্রয়োজন ও সেই ইহার অধিকারী। অতএব মনুষ্য-মাত্রেই সকলের জ্ঞান, মুক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মপদপ্রাপ্তির জন্য উল্লি-খিত কর্ম্ম করিবার অধিকার ও বিধি আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং শাস্ত্রে লেখা আছে ইহা সকলেই জানেন যে

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজোচ্যতে
বেদাভ্যাসাৎ ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ—

ইহার এই অর্থ যে যখন জীব মাতাপিতার রজঃ হইতে হইতে উৎপন্ন হয় তখন সেই জীবকে শূদ্র বলা হয় আর যখন সেই শূদ্র জীবের পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় সৎসংস্কার হয়, তখন সেই জীবকে দ্বিজ বলা হয়। দ্বিজ নামে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আখ্যাত হয়, এবং যখন সেই জীব বেদ পাঠ করিয়া ইন্দ্রিয়কে পরিশুদ্ধ করে ও পরমাত্মাতে নিষ্ঠাবান হয়, তখন তাহার নাম বিপ্র হয়। বিপ্র অর্থাৎ যাহার তেজ, বল, জ্ঞান ও শান্তি আছে; এবং যখন সেই জীব ব্রহ্মকে জানেন অর্থাৎ তাঁহার জীবাত্মা পর-মাত্মার সহিত এক ও অভিন্ন হয় সেই অবস্থাতে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা হয়। আরও লিখা আছে।—

শূদ্রঃ ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াঃ জাতমেবন্তু বিদ্যাৎ বৈশ্যাস্তথৈবচ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় যে কেহ শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিবে, সেই ব্রাহ্মণ হইবে; এবং ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি নিকৃষ্ট কার্য্য করে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি শূদ্র হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখা যায় যথা।—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদর বিন্দনাভ পদারবিন্দ

বিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং।

মন্যেতদর্পিত মনোবচনে হিতার্থং প্রাণং পুনাতি

সকুলং নতু ভুরিমানঃ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বিপ্র যে ব্রাহ্মণ তিনি যদি জ্ঞান, সত্য, দম, শাস্ত্রজ্ঞান, অমাৎসর্য্য, লজ্জা, ক্ষমা, ক্রোধশূন্যতা, যজ্ঞ, দান, ধৈর্য্য, শম—এই বার গুণসম্পন্ন হইয়াও বিষ্ণু ভগবানের অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুতে নিষ্ঠা ভক্তি যুক্ত না হন তাহা হইলে তিনি চণ্ডাল হইতেও অধম। পৃথিবীও তাঁহার ভার সহ্য করিতে অক্ষম এবং যদি চণ্ডাল হইয়া আপনার তনু, মন, ও ধন ইত্যাদি বিষ্ণু ভগবানে অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মাতে প্রেম, ভক্তি সহকারে অর্পণ করেন সেই ব্যক্তিই যথার্থ ব্রাহ্মণ ও তিনিই শ্রেষ্ঠ।

যজুর্ব্বেদে লেখা আছে—

যথেমাং বাচং কল্যাণি মাবদানি জনেভ্যঃ।

ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায়চার্য্যায় চস্বায়চারণায়॥

অধ্যায় ২৬।২

ইহার ভাবার্থ এই যে, ব্রহ্ম অর্থাৎ আমি যে এই কল্যাণকর বাক্য কহিতেছি ইহা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি

সকলেই গ্রহণ করিবে, অর্থাৎ সকলেই বেদ পাঠ করিয়া বেদের সার ভাবকে গ্রহণ করিয়া শ্রেষ্ঠকার্য্য করিবে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং শূদ্র হইতেও অতি শূদ্র—চণ্ডাল প্রভৃতি স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই বেদ ও শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া তাহার সার ভাবার্থ গ্রহণ করিয়া ব্যবহারিক অথবা পারমার্থিক ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে ইহাতে কোনও বাধা নাই; এবং ওঁকার মন্ত্র জপ এবং ব্রহ্মগায়ত্রী অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাগুরুকে উপাসনা অর্থাৎ তাঁহাকে জানিবার জন্য যে জ্ঞান উপার্জ্জন করা তাহা-কেই বেদ পাঠ বলে অর্থাৎ জ্ঞানের নামই বেদ। যে শাস্ত্রে সত্য বাক্য আছে ও যিনি সত্য বলেন তাহাকেই বেদ জানিবে; সেই এক অদ্বিতীয় জ্ঞান তোমাদের ভিতরে বাহিরে জ্যোতিঃ-স্বরূপে পরিপূর্ণ আছেন এইরূপে সর্ব্ব বিষয়ে বুঝিয়া লইবে।—

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

গুরু কাহাকে বলে।

গু শব্দের অর্থ অন্ধকার অর্থাৎ অজ্ঞানতা, এবং রু শব্দের অর্থ প্রকাশ। যেমন সূর্য্যনারায়ণ প্রকাশ হইলে আর অন্ধকার থাকে না সেই প্রকার তিনিই গুরু যিনি প্রকাশ হইলে আর অজ্ঞানতা থাকে না, ও জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভেদ করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখেন—অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ-স্বরূপই পরমগুরু পরমাত্মা, মুক্তি ও জ্ঞানদাতা। তিনি ভিন্ন অপর গুরু কেহই নাই ও হইতেও পারিবেক নাই।

যিনি সত্য পথেই গিয়াছেন, সত্যেই যাহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা, যিনি সত্যই বলেন, যাহার সত্যই ব্যবহার, সত্যই প্রিয় এবং যিনি সকলকেই সমভাবে দেখিয়া সদুপদেশ দেন, তিনিই সৎগুরু অর্থাৎ উপদেশ গুরু। এই প্রকার লোকের নিকট সদুপদেশ লওয়া উচিত।

গুরুর প্রয়োজন কি।

যেমন পিপাসা নিবারণের জন্য জলের প্রয়োজন হয় সেই প্রকার অজ্ঞান দূর করিবার জন্য ও জ্ঞান, মুক্তি পাইবার জন্য গুরুর আবশ্যক হয়।

ওঁকার জপের কারণ।

পরমাত্মার ওঁকার নাম অর্থাৎ ওঁকার মন্ত্র জপ করিবার কারণ এই যে, যদি কোন পুত্র কন্যার মাতা পিতাকে ডাকিবার প্রয়োজন হয়, তখন যেমন মাতা পিতাকে মাতা পিতা বলিয়া ডাকিতে হয়; এবং যখন মাতা পিতা উত্তর দেন তখন আর ডাকিবার প্রয়োজন থাকে না, সেই প্রকার মাতা-পিতারূপী ওঁকারপূর্ণ পরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মা মাতা পিতাকে, অজ্ঞান দূর করিবার জন্য ভক্তিপূর্ব্বক ওঁকার নাম ধরিয়া ডাকিতে হয় এবং যখন ওঁকারপূর্ণ পরব্রহ্ম-

জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মা মাতা পিতা তোমাদিগের ভিতরে বাহিরে প্রকাশ হইবেন তখন আর তাঁহাকে ওঁকার নাম ধরিয়া ডাকিবার প্রয়োজন থাকিবেক না। তিনি তোমাদিগের সকল প্রকার অজ্ঞানতা ও ভ্রম দূর করিবেন এবং দুঃখ নিবারণ করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন।

ওঁ

সূর্য্যনারায়ণ, অগ্নিতে আহুতি প্রদান, সূর্য্যনারায়ণের ধ্যান ও ব্রহ্ম-গায়ত্রী সম্বন্ধে বিচার।

অনাদি ধর্ম্ম অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ প্রত্যক্ষ বিরাটরূপে জগৎপিতা, জগন্মাতা, জগদ্গুরু, জগদাত্মা বিরাজমান আছেন। তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আর্য্যগণের আজ কি দুর্দ্দশা না হইয়াছে!! সে ধৈর্য্য নাই, সে তেজ নাই, সে সাহস নাই, সে বিক্রম নাই, সে একতা নাই, সে কার্য্যতৎপরতা নাই, সে তিতিক্ষা নাই, সে নিষ্ঠা নাই, সে ভক্তি নাই, সে দয়া নাই, সে ধর্ম্ম নাই, সে সাধনা নাই সুতরাং সে সিদ্ধিও নাই, সর্ব্ব বিষয়েই বলহীন হইয়া রহিয়াছে। বাল্যকালে সন্তানগণকে সদুপদেশ, সত্যধর্ম্ম ও সৎশিক্ষা দেওয়া পিতামাতার কর্ত্তব্য; কিন্তু অল্প পিতামাতাই এ কার্য্য করিয়া থাকেন। যদি, পূর্ব্বকালের অর্থাৎ বৈদিক সময়ের ন্যায় পিতামাতা সন্তানগণকে শিক্ষা, দীক্ষা দিতেন তাহা হইলে জগতের যে কত মঙ্গল সাধিত

হইত, তাহা বলিতে পারি না। বাল্যকালে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করতঃ জ্ঞান ও মুক্তি উপার্জ্জন করিয়া যদি সংসারে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহাদের দ্বারা সংসার যে সুচারুরূপে চলে তাহা বলা বাহুল্য। সে আপনাকে প্রথমেইত উদ্ধার করে, এবং সংসারে প্রবেশ করিয়া সংসারকেও উদ্ধার করে। কিন্তু বৃদ্ধকালে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে গেলে সিদ্ধ হওয়া বড়ই কঠিন। কেননা বাল্যকাল হইতেই মন অসৎ পদার্থে লিপ্ত থাকে, যৌবনে ইন্দ্রিয়ের প্রবল প্রতাপে তাহারই বশীভূত হয়. সুতরাং বৃদ্ধকালে মন নিস্তেজ হইয়া পড়ে তাহার কার্য্যকরী ক্ষমতা আর থাকে না ; এজন্য মন সংযত হয় না, যে অভ্যাস সাধারণ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গী হইয়া আসিয়াছে সে অভ্যাস আর কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারে না, সুতরাং ধর্ম্মকার্য্য অর্থাৎ সাধনাও সুচারুরূপে কি আদৌ হয় না। জীব যে সংসারে থাকিয়া নিয়ত নানা প্রকারে কষ্ট ভোগ করে, সাধনবল না থাকাই তাহার একমাত্র কারণ। এই জন্য অনাদি সনাতন ধর্ম্মে, প্রথম হইতেই বাল্যকালে বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম অর্থাৎ ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান ও মুক্তি উপার্জ্জন করিয়া সংসারে প্রবেশ করিবার ব্যবস্থা আছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের যখন উপনয়ন হয়, সে সময় তাহাদিগকে সদুপদেশ ও সৎশিক্ষা এবং দীক্ষা দেওয়া হয়। তখন তাহাদিগকে এইমাত্র বলা যায় যে আজ হইতে তোমরা দ্বিজ হইলে, তোমাদের কার্য্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বেদপাঠ করা, ওঁকার ব্রহ্মগায়ত্রী জপ করা, অগ্নিতে আহুতি দেওয়া, সাবিত্রী জগৎজননী বলিয়া সূর্য্যনারায়ণকে ধ্যান ধারণা করা। এই সকল কার্য্য করিলে তোমাদের জ্ঞান ও মুক্তি হইবে।

উপনয়ন হইবার সময় বেদপাঠ করিতে বলিবার কারণ এই যে, বেদপাঠ করিলে ঈশ্বর অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু সত্য আছেন তাহা মনে বিশ্বাস হইবে, মন পবিত্র হইবে। ওঁকার ও ব্রহ্মগায়ত্রী জপ করিতে বলিবার অর্থ এই যে, পূর্ণ-পরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপের নাম ওঁকার ও ব্রহ্মগায়ত্রী। সেই মন্ত্র অর্থাৎ নাম ধরিয়া তাঁহাকে ডাকিতে হইবে। সূর্য্য-নারায়ণকে সাবিত্রী বলিয়া ধারণ করিতে বলিবার কারণ এই যে, নিরাকার ব্রহ্মকে প্রথমে ধারণ করিতে পারিবে না। নিরা-কার ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ সাকাররূপ তেজোময় জ্যোতিঃ সূর্য্যনারায়ণ-রূপে বিরাজমান আছেন। এই জন্য পরমাত্মার রূপ ও আপনার রূপ সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ বলিয়া ধারণ করিতে হয় ও নিরাকার সাকার পূর্ণরূপে উপাসনা করিতে হয়। আরও জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম সূর্য্যনারায়ণকে ধ্যান ও ধারণা করিবার প্রয়োজন এই যে, যেমন আপনারা আহার না করিলে স্থূল শরীরে উঠিবার সামর্থ্য থাকে না এবং আহার করিলে স্থূল শরীরে বল হয় এবং উঠিবার ক্ষমতা হয়, সেইরূপ আধ্যাত্মিক বিষয়ে আপনারা তেজোহীন ও বলহীন হইয়া আছেন। সেই জগৎপিতা জগন্মাতা, জগদ্গুরু, জগদাত্মা, জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্য-নারায়ণকে ধারণ করিলে আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতি হয়, তেজ হয়, বল হয়, বুদ্ধি হয় ও জ্ঞান হয়। আর পূর্ণরূপে পরমাত্মাকে ধারণ করিবার শক্তি জন্মে। মনে নিষ্ঠা ও ভক্তি হয়। এইরূপে জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণকে ধারণ করিলে জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভেদ দেখিতে পাইবে এবং কি ব্যবহারিক কি পারমার্থিক উভয় কার্য্য বুঝিয়া করিতে পারিবেন এবং সর্ব্বদা নির্ব্বিকার

হইয়া পরমানন্দে থাকিতে পারিবেন। গৃহস্থ ধর্ম্মে থাকিয়াও কোন বিষয়ে আসক্তি জন্মিবে না। লাভে ও ক্ষতিতে, সুখে ও দুঃখে সমভাবে থাকিবে। দেখিবে লক্ষ টাকা লাভ হইলে নিজের কিছুই লাভ হয় নাই, এবং লক্ষ টাকা ক্ষতি হইলে নিজের কিছুই ক্ষতি হয় নাই; আমি যাহা তাহাই আছি। ত্যাগ, গ্রহণ সম্বন্ধে দেখ যে, ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে আমার এমন কি বস্তু আছে যাহা আমি ত্যাগ বা গ্রহণ করিব? যদি আমার নিজের কোন বস্তু হইত তাহা হইলে আমি তাহা ত্যাগ বা গ্রহণ করিতাম। এই বিশ্ব মধ্যে যখন আমার কোন বস্তুই নিজের নহে, এমন কি এই যে স্থূল দেহ তাহাও যখন আমার নহে, (কেননা আমি মৃত্যুকালে ইহা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারিব না) তখন আমার মধ্যে ত্যাগ ও গ্রহণ কিছুই নাই। আমার অজ্ঞানতাতে ত্যাগ ও গ্রহণ, আমি ও আমা হইতে পৃথক্ পরমাত্মা ইত্যাকার বোধ হইতেছিল কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; এই সকল লইয়া পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবান পরিপূর্ণ আছেন। জ্ঞানীগণ ত্যাগ ও গ্রহণের প্রকৃত ভাব বুঝিয়া সংসারে পরমানন্দে থাকেন।

অগ্নিতে আহুতি দিবার অর্থ এই যে উহাতে জগতের হিত হয়; যেরূপ কৃষক পৃথিবীতত্ত্বেতে জমি চাষ করিয়া ধান্য বপন করে, পরে উহাতে অঙ্কুর হইয়া গাছ হয়, পরে উহাতে ফুল হইয়া ফল অর্থাৎ ধান্য হয়। এক বিঘা জমিতে চারি অথবা পাঁচ সের ধান্য বুনে, কিন্তু তাহাতে বিশ পঁচিশ মণ ধান্য হয়; যেরূপ পৃথিবীতত্ত্বে ধান্য জন্মে সেইরূপ অগ্নিতত্ত্বে উত্তম উত্তম দ্রব্য আহুতি দিলে তাহার ধূম আকাশে যাইয়া মেঘ হয়, পরে দেবতা প্রসন্ন হইয়া ঐ মেঘ হইতে সময়ে বারি বর্ষণ করেন এবং তদ্দ্বারা

অন্ন উৎপন্ন করিয়া প্রজাগণকে পালন করেন। আর যজ্ঞীয় ধূম দ্বারা বায়ু পরিষ্কার হয়। ঐ অগ্নির তেজে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে পরমাত্মাতে নিষ্ঠা ও ভক্তি জন্মে। অগ্নিতে আহুতি দিলে বিবেকের উদয় হয়; কেননা দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে কোন বস্তু অগ্নিতে দেওয়া যায়, তৎসমস্তই ভস্ম করিয়া আপনার রূপ করিয়া নিরাকার হইয়া যায়, সেই সমস্ত দ্রব্য কোথায় যাইতেছে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গেলে বিবেক আপনা হইতেই আসিয়া উদয় হয় এবং জগৎ সংসারকে অসার বলিয়া ইহাতে আর আসক্তি জন্মে না। এই জন্য শ্মশানে যাইয়া যোগ করিতে শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন। আরও প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে কোন বস্তু অগ্নিতে দেওয়া যায় অগ্নিদেব আপন রূপ করিয়া লয়েন, যদ্যপি ঐ সমস্ত দ্রব্য স্বরূপে এক না হইত তাহা হইলে পর কখনই একরূপ হইত না।

সর্ব্বশাস্ত্রে সূর্য্যনারায়ণে সর্ব্বদেবতার ধ্যান ধারণা করিবার বিধি আছে। যথা প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে তিন সময়ে। প্রাতে ব্রহ্মারূপে, মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপে এবং সায়াহ্নে শিবরূপে। প্রাতে ঋগ্বেদ অর্থাৎ কালীমাতারূপে, মধ্যাহ্নে যজুর্ব্বেদ অর্থাৎ দুর্গারূপে এবং সায়াহ্নে সামবেদ অর্থাৎ সরস্বতী রূপে সূর্য্যানারায়ণের ধ্যান ধারণা করিবার বিধি আছে। যথা

প্রাতে ব্রহ্মারূপে ওঁ রক্তবর্ণং
চতুর্ম্মুখং দ্বিভুজং অক্ষসূত্র-
কমণ্ডলুকরং হংসাসনসমারূঢ়ং
ব্রহ্মাণং নাভিদেশে ধ্যায়েৎ।

ইহার অর্থ অনেকে অনেক প্রকার করেন। কিন্তু ইহার আধ্যাত্মিক সার মর্ম্ম এইরূপ জানিবে যথা "রক্তবর্ণং" অর্থাৎ প্রাতঃকালে যখন সূর্য্যনারায়ণ লাল তেজোময় জ্যোতিঃবালক-স্বরূপ নিরাকার হইতে সাকাররূপে প্রকাশ হন, সেই প্রাতঃ-সময়ের রূপ 'রক্তবর্ণং'; "চতুর্ম্মুখং অর্থে" চতুর্দ্দিকে যাঁহার মুখ আছে, যেরূপ অগ্নিজ্যোতির দশ দিকেই মুখ আছে, যে দিক হইতে হাত দিবে সেই দিক হইতে হাত পুড়িবে; সেইরূপ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণের দশ দিকেই মুখ আছে, "মুখ" অর্থে জ্যোতিঃ। সূর্য্যনারায়ণ ও চন্দ্রমা-জ্যোতিঃ যখন উদয় হন, তখন তাঁহাদের জ্যোতিঃ চতুর্দ্দিকেই অর্থাৎ সমস্ত জগতেই নিপতিত হয়। এই জন্য মুনি-ঋষিগণ প্রাতঃকালে জ্যোতিঃ স্বরূপ সূর্য্যনারায়ণের চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মারূপ কল্পনা করিয়াছেন। প্রাতে যখন ঐ জ্যোতিঃ ব্রহ্মারূপে প্রকাশ হন তখন প্রত্যেক নর-নারী সকলেই ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কার ও ধ্যান ধারণা করিবে। দ্বিভুজং অর্থে দুই হাত। যিনি নিরাকার ব্রহ্ম তাঁহার দুই হাত নাই, দুই হস্তের অর্থ এইরূপ বুঝিবে; যথা—বিদ্যা আর অবিদ্যা (জ্ঞান ও অজ্ঞান) ইহাই তাঁহার দুই হস্ত। অবিদ্যা রূপ হস্ত দ্বারা তিনি এই ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিতেছেন। আর বিদ্যারূপ হস্ত দ্বারা সকলকে লয় করিয়া আপনার কারণে রাইয়া স্থিতি করিতেছেন। "অক্ষসূত্র" "অক্ষ" অর্থে অক্ষয় অর্থাৎ যাহার ক্ষয় নাই; অবিনশ্বর। "সূত্র" শব্দে জ্যোতিঃ; অর্থাৎ যে জ্যোতির ক্ষয় নাই, এমন জ্যোতিঃ। "কমণ্ডলুকরং" শব্দে চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের স্থূল শরীর জ্যোতিঃ সূত্রে গাঁথিয়া নিজের হস্তে রাখিয়াছেন। অর্থাৎ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডেরই তাঁহা

হইতে উৎপত্তি ও তাঁহাতেই লয় হইতেছে; আর তাঁহাতেই সমস্ত স্থিত আছে। হংস শব্দে প্রথম বিবেকী পুরুষ। অর্থাৎ হরিভক্তজনের নাম হংস। হংস যেমন নীর পরিত্যাগ করিয়া ক্ষীর অর্থাৎ দুগ্ধ পান করে, সেইরূপ হরিভক্তজন এই সংসারকে জলবৎ পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মারূপ অমৃত পান করেন, এই জন্য তাঁহাদের নাম হংস। সেই ভগবদ্ভক্ত বিবেকী পুরুষরূপী হংসের উপর ব্রহ্মা অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ আরূঢ় আছেন। অর্থাৎ তিনি সেই হরিভক্তজনের হৃদয়ে বাস করেন—অবশ্য তিনি সকলের মধ্যেই পরিপূর্ণ রূপে আছেন, কিন্তু বিবেকী পুরুষেই তিনি বিশেষ রূপে প্রকাশ হয়েন। যখন ঐ বিবেকী পুরুষ (হংস) পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন, তখন তাঁহাকে পরমহংস বলে অর্থাৎ যাঁহার জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভেদ জ্ঞান হইয়াছে তিনিই পরমহংস। নাভি মধ্যে ধারণ করিবার অর্থ এই যে আপনার ক্ষুদ্র নাভিতে ও বিরাটরূপ আকাশ নাভিতে তেজোময় জ্যোতিঃ অর্থাৎ জগৎপিতা, জগন্মাতা জগদ্গুরু, জগদাত্মা সূর্য্যনারায়ণ প্রকাশ আছেন, সেই পরমাত্মাকে ভক্তি-পূর্ব্বক ধারণ করিও অর্থাৎ চিন্তা করিও।

মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপে ওঁ হৃদি
নীলোৎপলদলপ্রভং চতুর্ভুজং
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হস্তং
গরুড়াসনসমারূঢ়ং কেশবং ধ্যায়েৎ।

আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়ে ও বিরাট ব্রহ্মের আকাশরূপ

হৃদয়ে (নীলবর্ণ আকাশে) "নীলোৎপলদলপ্রভং" অর্থাৎ নীলপদ্ম সদৃশ বিষ্ণু ভগবান পরমজ্যোতিঃ সূর্য্যনারায়ণ প্রকাশমান আছেন। "শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হস্তং", শঙ্খ অর্থে সমষ্টি, চরাচরের মস্তক; যখন বিষ্ণু ভগবান চেতন-মস্তকরূপী শঙ্খ বাজান, তখন সমষ্টি চরাচর সকল কার্য্য করে, ও বাইবেল, কোরাণ বেদান্ত শাস্ত্রাদি পাঠ করে; যখন আপনার চেতন শক্তি সঙ্কোচ করিয়া লয়েন, তখন চরাচর-মস্তকরূপী শঙ্খ সুষুপ্তি অবস্থাতে পড়িয়া থাকে, আর কোন কার্য্য করে না। 'চক্র' অর্থাৎ জ্ঞান। সেই জ্ঞানচক্র দিয়া অজ্ঞানরূপী রাক্ষসকে খণ্ড খণ্ড করিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভেদ করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপী রাখেন। 'গদা' অর্থে অবিদ্যা। অহঙ্কারী অর্থাৎ পরমাত্মাবিমুখী লোককে ঐ অবিদ্যারূপী গদাদ্বারা তাড়না করেন; এবং 'পদ্ম' শব্দে মন—সেই মনোরূপ পদ্মে সমষ্টি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মে-ন্দ্রিয় ধারণ করিয়া আছেন; মন দিয়া জয় ও পরাজয় করেন। মন জয় হইলে সকলই জয় হয়। বিষ্ণু ভগবানের যে চারিটী হস্ত কল্পনা করা হইয়াছে, উহা চারি অন্তঃকরণ। অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার। এই চারি হস্ত দ্বারায় চরাচরকে পালন করিতেছেন। 'গরুড়াসন সমারূঢ়ং'। গ+ও গো শব্দে পৃথিবী চরাচরের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়। সেই চরাচরের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ভিতরে ও বাহিরে পরিপূর্ণ-রূপে বিষ্ণু ভগবান আরূঢ় অর্থাৎ বিরাজমান আছেন ও সমস্ত ইন্দ্রিয়কে প্রেরণা করিতেছেন, সেই বিষ্ণু ভগবানকে নমস্কার ও ভক্তি করা উচিত। তিনি পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে নিরা-কার ও সাকার রূপে অখণ্ডাকারে বিরাজমান আছেন।

সায়ংকালে উহাঁকে শিবরূপে :—

"ললাটে শ্বেতং দ্বিভুজং ত্রিশূল-
ডমরুকরমর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতং পঞ্চবক্ত্রং
ত্রিনেত্রং বৃষভাসনস্থং শম্ভুং ধ্যায়েৎ।"

ললাটে নিজের ক্ষুদ্র কপালে এবং বিরাট ব্রহ্মের আকাশ-রূপ ললাটে, শ্বেত অর্থে শুভ্রবর্ণ—সায়ংকালে যখন চন্দ্রমা-জ্যোতিঃ প্রকাশ হয়েন সেই সময়ে শিবরূপে সেই চন্দ্রমা-জ্যোতিকে ধারণ করিতে হয়। দ্বিভুজং অর্থে বিদ্যা ও অবিদ্যা, ত্রিশূল অর্থে সত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণ; ডমরু (এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র) চরাচরের শরীর। এই চরাচরের শরীররূপী বাদ্যযন্ত্র ইহাতে কত প্রকার রাগ রাগিণী বাহির হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই শরীররূপী ডমরু বাদ্যযন্ত্রকে শিব চেতন অর্থাৎ পূর্ণ-পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বাজাইতেছেন; আর ইহা হইতে নানা প্রকার সুর বাহিত হইতেছে। 'অর্দ্ধচন্দ্রং' অর্থে ভূষণ, সংযুক্ত চন্দ্রমা-জ্যোতিঃ। আর তাহাতে শিব বাস করেন। ভূষণের অর্থ জগৎমায়া। শিব শব্দে জ্যোতিঃ, চেতন। পঞ্চবক্ত্রং পাঁচটি মুখ অর্থাৎ ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম্ এই পাঁচ তত্ত্ব। এই বিরাট ভগবানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। 'ত্রিনেত্রং' অর্থে জ্যোতিঃ-স্বরূপ অগ্নি, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ অর্থাৎ অজ্ঞান, জ্ঞান ও বিজ্ঞান। অজ্ঞান নেত্রে গৃহস্থ-ব্যবহারিক কার্য্য করিতেছে, জ্ঞান নেত্রে সদসৎকে বিচার করিতেছে ও বিজ্ঞান নেত্রে জীবাত্মা, পরমাত্মা অভেদ দেখিয়া অর্থাৎ এক হইয়া পরমানন্দে মুক্তস্বরূপ থাকে। বৃষ (ষাঁড়) অর্থাৎ অহঙ্কার ও কামরূপী

ষাঁড়ের উপর তিনি আরূঢ় থাকেন। অহঙ্কার ও কামরূপ ষাঁড়ের ন্যায় বলবান আর জগতে নাই। "ললাটে ধ্যায়েৎ" অর্থে সেই পরমজ্যোতিঃ মস্তকে আছেন। তাঁহাকে অর্থাৎ জ্যোতিঃ-স্বরূপ সূর্য্যনারায়ণকে প্রীতি ভক্তি পূর্ব্বক ধারণ করিবে এবং সেই বিরাট সূর্য্যনারায়ণ ব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপের নিম্নলিখিত নাম কল্পনা করা গিয়াছে যথা, বেদমাতা ঋক্, যজু ও সামবেদ ও দুর্গা, কালী, সরস্বতী, গায়ত্রী ও সাবিত্রীমাতা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, গণেশ, ঈশ্বর ইত্যাদি। ইহা শাস্ত্রের বিধি প্রাতেঃ ঋগ্বেদ অর্থাৎ কালীমাতারূপে, মধ্যাহ্নে যজুর্ব্বেদ অর্থাৎ দুর্গামাতারূপে ও সায়ংকালে সামবেদ অর্থাৎ সরস্বতীমাতারূপে সূর্য্যনারায়ণকে ধ্যান করিবার বিধি আছে।

ব্রহ্মগায়ত্রী ও সাবিত্রী সন্ধ্যাহ্নিক প্রভৃতি সকল নামের ধ্যান সূর্য্য নারায়ণেতে আছে; ইহার প্রমাণ যথা—

"ওঁ প্রাতর্গায়ত্রী রবিমণ্ডলমধ্যস্থারক্তবর্ণা দ্বিভুজা
অক্ষসূত্রকমণ্ডলুধরা হংসাসনারূঢ়া ব্রহ্মাণী
ব্রহ্মদেবত্যা কুমারী ঋগ্বেদোদাহৃতা ধ্যেয়া।"

প্রাতে গায়ত্রীকে (কুমারী ঋগ্বেদ অর্থাৎ কালীমাতাস্বরূপা, ব্রহ্মস্বরূপিণী, হংসারূঢ়া, অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলুহস্তা, রক্তবর্ণা, দ্বিভুজা, সূর্য্যমণ্ডলমধ্যে আছেন)। এইরূপ চিন্তা করিবে। মধ্যাহ্নে—

"ওঁ মধ্যাহ্নে সাবিত্রী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা
কৃষ্ণবর্ণা চতুর্ভুজা ত্রিনেত্রা শঙ্খচক্রগদা-
পদ্মহস্তা যুবতী গরুড়ারূঢ়া বৈষ্ণবী
বিষ্ণু-দৈবত্যা যজুর্ব্বেদোদাহৃতা ধ্যেয়া।"

মধ্যাহ্নে গায়ত্রীকে (যুবতী, যজুর্ব্বেদস্বরূপা, বিষ্ণুরূপিণী, গরুড়ারূঢ়া, কৃষ্ণবর্ণা, চতুর্ভুজা, ত্রিনেত্রা, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণী-সাবিত্রীরূপা সূর্য্যমণ্ডলে আছেন) এইরূপ চিন্তা করিবে। সায়াহ্নে ;—

"ওঁ সায়াহ্নে সরস্বতী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা
শুক্লবর্ণা দ্বিভুজা ত্রিশূলডমরুকরা
বৃষভাসনারূঢ়া বৃদ্ধা রুদ্রাণী রুদ্রদৈবত্যা
সামবেদোদাহৃতা ধ্যেয়া।"

সায়াহ্নে গায়ত্রীকে (সামবেদস্বরূপা, শিবরূপিণী, বৃষভারূঢ়া, শুক্লবর্ণা, দ্বিভুজা, ত্রিশূল ও ডমরুধারিণী সরস্বতীরূপা সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যে আছেন) এইরূপ চিন্তা করিবে। মনু বলিয়াছেন ;—

"অগ্নির্বায়ুরবিভ্যেস্ত ত্রয়ো ব্রহ্মসনাতনঃ।"
"অগ্নির্বাঋগ্বেদ জায়তে, বায়ুর্বাযজুর্ব্বেদ
জায়তে, সূর্য্য তু সামবেদঃ।"

সত্যপথ ব্রহ্মণঃ অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণ, অগ্নি ও বায়ু এই তিন সনাতন ব্রহ্ম। অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ হইয়াছে। এই জন্য অগ্নির নাম ঋগ্বেদমাতা, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ হইয়াছে এজন্য বায়ুর নাম যজুর্ব্বেদমাতা এবং সূর্য্যনারায়ণ হইতে সামবেদ হইয়াছে, এজন্য সূর্য্যনারায়ণকে সামবেদমাতা বলে। অর্থাৎ একই বিরাটপূর্ণ পরব্রহ্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপাধিভেদে নানা প্রকার নাম কল্পিত হইয়াছে ; কিন্তু তিনি বহু নহেন, একই পুরুষ নিরাকার, সাকার, পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। অজ্ঞান ব্যক্তি

ঐসকল কল্পিত নাম ও তাহার অর্থ লইয়াই ব্যস্ত থাকে, মূল বস্তু পরমাত্মার প্রতি তাহার আদৌ দৃষ্টি থাকে না ; কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি ঐসকল নাম অর্থ ত্যাগ করিয়া মূলবস্তু আত্মাকে ধারণ করে। যেমন জলের নানা প্রকার নাম, উপাধি ত্যাগ করিয়া জল যে বস্তু তাহাকে তুলিয়া পান করিলে পিপাসার শান্তি হয়, সেইরূপ সত্য, শুদ্ধ, চৈতন্যপূর্ণ, পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা, পিতা, গুরু, আত্মার নানা প্রকার কল্পিত নাম উপাধি ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে ধারণ করিলে অর্থাৎ জ্যোতিকে ধারণ করিলে সহজেই মনে শান্তি আইসে। নিরাকার ও সাকার পূর্ণরূপে উপাসনা করা গৃহস্থ লোকের কর্ত্তব্য। সেই পূর্ণ-পরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু, মাতা পিতার প্রতি সর্ব্বদা নিষ্ঠা, ভক্তি ও প্রীতি রাখিবে। তাঁহার আপনার ও মন্ত্রের রূপ প্রত্যক্ষ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ একই জানিয়া ধ্যান ধারণা করিবে।

প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে যখন নিরাকার হইতে সাকার-রূপে প্রকাশ হয়েন, তখন বালক, বৃদ্ধ, যুবা, পুরুষ, স্ত্রী সকলেই ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করিবে। মনে রাখিবে যে ইনি আমার মাতা, পিতা, গুরু ও আত্মা। তিনি তোমাদের মনের সকল প্রকার ভ্রম, কুসংস্কার দূর করিয়া পরমানন্দে আনন্দস্বরূপ রাখিবেন এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ ফল প্রদান করিবেন। এক অক্ষর প্রণব মন্ত্র জপ করিবে। কেননা চারি বেদের মূল হইলেন চব্বিশ অক্ষর ব্রহ্মগায়ত্রী ; ব্রহ্মগায়ত্রীর মূল হইলেন ওঁকার, প্রণব মন্ত্র। আবার ওঁকারের মূল হইলেন পূর্ণপরব্রহ্ম তেজোময় জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ, জগদ্গুরু,

জগদাত্মা। যদ্যপি কেহ সন্ধ্যা আহ্নিক না করিয়া কেবল ব্রহ্ম-গায়ত্রী জপ করে, তাহা হইলে তাহার সন্ধ্যা আহ্নিক করার ফল হয়। আবার সন্ধ্যা, আহ্নিক ও ব্রহ্মগায়ত্রী দুই না করিয়া যে কেবলমাত্র একাক্ষর ওঁকার জপ করে তাহা হইলে তাহার সন্ধ্যা, আহ্নিক ও ব্রহ্মগায়ত্রী দুইই জপ করার ফল হয়। এই সকল কিছুই না করিয়া যদি সূর্য্যনারায়ণ ও চন্দ্রমা-জ্যোতিঃর সম্মুখে ভক্তি, প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কার করে, তাহা হইলে তাহার উপাসনার সমস্ত ফলই লাভ হয় ও মনে শান্তি আইসে। ওঁকার মন্ত্রপূর্ণ পরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট ভগবানের নাম। বিরাট পরব্রহ্মের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নাম দেবতা ও দেবী। বেদেতে স্পষ্টই লেখা আছে যে, সূর্য্যনারায়ণ, চন্দ্রমা, অগ্নি ও বায়ু দেব ও দেবী মাতা। এই আপনাদের ইষ্ট ও গুরু হইতে বিমুখ হইয়া আর্য্যজাতির এই অধঃপতন হইয়াছে।

ভবিষ্যোত্তর পুরাণে আদিত্য হৃদয়ে ভগবদ্বচন প্রমাণ, ৩৭ শ্লোক

আদিত্যং পশ্যতি ভক্ত্যা ধ্রুবং পশ্যতি মাং নরঃ।
পশ্যতি যো নচাদিত্যং স ন পশ্যতি মাং নরঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলিয়াছিলেন, যে ভক্ত আদিত্যরূপে আমাকে দর্শন করে সে নিশ্চয় আমাকেই দর্শন করে, যে আদিত্যকে দর্শন না করে সে আমাকে দর্শন করে না।

ব্রহ্ম গায়ত্রীর আবাহন মন্ত্র।

"ওঁ আয়াহি বরদে দেবী ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনী। গায়ত্রী ছন্দসাং মাতঃ ব্রহ্মযোনি নমোহস্তুতে।"

ব্রহ্ম গায়ত্রী।

ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ, ওঁ স্বঃ, ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ, ওঁ তপঃ, ওঁ সত্যং, ওঁ তৎ-সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ।

আবাহন মন্ত্রের অর্থ।

বেদ শাস্ত্রে ওঁকারের রূপ এই প্রকার দেখাইবার অর্থ কি? নিরাকার ব্রহ্মের রূপ নাই, বেদে নিরাকারের ওঁ রূপ বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। যখন নিরাকার পরব্রহ্ম সাকার জগৎরূপে অর্থাৎ বিরাটরূপে বিস্তার হন, তখন তাঁহার নাম ওঁকার বলিয়া শাস্ত্রে ঋষি, মুনিগণ কল্পনা করেন যথা—অ, উ, ম অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। এই তিন অক্ষর যোগে ওঁকার অক্ষর হইয়াছে অর্থাৎ সমস্ত চরাচর স্ত্রী, পুরুষকে লইয়া বিরাট পরব্রহ্মের নাম ওঁকার বলা হয়। সেই ওঁকার ব্রহ্মের উপরে যে চন্দ্রবিন্দু লিখিত আছে ইহার অর্থ এই যে, চরাচরের মস্তকের ভিতরে ও বাহিরে যে জ্যোতিঃ আছেন অর্থাৎ তেজোরূপ সূর্য্যনারায়ণ ইনি ঐ বিন্দু; অর্দ্ধ মাত্রা চন্দ্রমা-জ্যোতিঃ যিনি চরাচরের কণ্ঠভাগে বিরাজ করিতেছেন। "ওঁ" অর্থে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সমস্ত বিরাটব্রহ্মের জানিবে। ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ইহার অর্থ এই যে, ওঁকার প্রণব ব্রহ্ম জগৎস্বরূপ বিরাট জগৎজননী মাতাপিতা রূপে বিরাজমান আছেন। যখন গৃহস্থগণ ব্যবহারিক ও পরমার্থিক কার্য্য করিতে উপস্থিত হইবে, সেই সময় প্রথমে এই মন্ত্র বলিয়া জগৎজননী জগৎপিতা জ্যোতিঃস্বরূপকে আহ্বান করিয়া কার্য্য

নিস্পন্ন করিবে। "আয়াহি" অর্থ আগমন করুন। বরদে দেবি অর্থ তুমি একমাত্র বরদায়িনী, তুমি বরদান করিলে অন্য এমন কেহ নাই যিনি খণ্ডন করিতে পারেন। ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ইহার অর্থ এই যে, জগৎজননী আগমন করিয়া আমার হৃদয়ে বাস করুন।

ত্র্যক্ষরে অর্থ—হে মাতা পিতা তুমি তিন অক্ষর রূপে জগৎ-স্বরূপ বিরাজমান আছ। তিন অক্ষর তর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর অ, উ, ম কারণ সূক্ষ্ম ও স্থূল। ব্রহ্মবাদিনী অর্থাৎ তুমি ব্রহ্ম, ব্রহ্মকে প্রতিপাদন কর। গায়ত্রীছন্দ অর্থাৎ তুমি যে গাষ (শরীব) বিরাটরূপ ধারণ করিয়াছ। ত্রি যে ত্রিগুণময়ী রজঃ, তমঃ, সত্ত্বঃগুণ তুমি এই জগৎমায়া হইতে ত্রাণ কর। সাং (সংসাজিয়াছ) সাং মাতঃ (সাকার বিরাটরূপে মাতঃ) ব্রহ্মযোনি নমোস্ততে—হে মা তোমার যোনি হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ও তোমাতেই স্থিত আছে, তোমাকে নমস্কার করি। এই যে কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছি, তাহাতে যেন কোন বিঘ্ন না ঘটে, উত্তমরূপে নিষ্পন্ন হয়।

ব্রহ্মগায়ত্রীর অর্থ।

পণ্ডিতগণ ব্রহ্ম-গায়ত্রীর অর্থ নানা প্রকার করিয়াছেন, কিন্তু যাঁহার অর্থ করেন সে বস্তু কোথায় আছে তাহার ঠিকানা নাই। এইখানে ব্রহ্ম-গায়ত্রীর অর্থ সংক্ষেপে করিয়া দিতেছি, গম্ভীর ও শান্তভাবে ভার গ্রহণ করিয়া লইবেন, অর্থাৎ ব্রহ্ম বস্তুর দিকে লক্ষ্য রাখিবেন। ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ, ওঁ স্বঃ, ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ,

ওঁ তপঃ, ওঁ সত্যং ইহার অর্থ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ। এই ওঁকার বিরাটব্রহ্মকে শাস্ত্রে সাবিত্রী জগৎজননী কহে। ওঁ ভূর্ভুর্বস্বরম্ কিনা ভূর্লোক অন্তরীক্ষ লোক, স্বর্লোক। ভূর্লোক পৃথিবীকে বলে, অন্তরীক্ষ লোক মধ্যস্থানকে বলে, স্বর্লোক স্বর্গকে বলে, কিন্তু ইহার সার অর্থ ভূর্লোক নাভিতে জঠরাগ্নিরূপে ব্রহ্ম; অন্তরীক্ষ লোক হৃদয়ে প্রাণবায়ুরূপে চন্দ্রমা-জ্যোতিঃ বিষ্ণু; স্বর্লোক মস্তকে জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ শিবরূপে,—এই তিন লোকের তিন রূপ; এই তিন লোকের জ্যোতিকে প্রেমভক্তির দ্বারা এক অখণ্ডাকার পূর্ণরূপে ধ্যান করিলে পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ অখণ্ডাকারে, জীবাত্মা পরমাত্মা অভিন্নরূপে ভাবিবেন। আর কোন বিষয়ে ভ্রম থাকিবে না। তৎসবিতুর্বরেণ্যম্ -তৎ অর্থে ঈশ্বর, সবিতুঃ কিনা সূর্য্যনারায়ণের নাম-সৃষ্টিকর্ত্তা। বরেণ্যম্ শ্রেষ্ঠ সূর্য্যনারায়ণ। ভর্গো দেবস্য অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণের তেজ— তিনিই দেবতা, ধীমহি, ধী অর্থাৎ বুদ্ধি ও ধিয়ো য়োনঃ প্রচোদয়াৎ অর্থাৎ প্রেরণা করা ঈশ্বর সূর্য্যনারায়ণ। অন্তঃ হইতে প্রেরণ করেন অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণকে প্রত্যেক নর নারী ভক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক জ্যোতির সম্মুখে করপুটে বলিবেন যে, হে ভর্গ দেবস্য! হে দেব জ্যোতিঃস্বরূপ জগৎপিতা জগন্মাতা জগদ্গুরু জগদাত্মা! আমার বুদ্ধিকে অন্তর হইতে প্রেরণা করিয়া তত্ত্বতে লাগান,—যাহাতে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য আমি উত্তমরূপে বুঝিয়া নিষ্পন্ন করিতে পারি, যাহাতে জ্ঞান হইয়া মুক্তস্বরূপ পরমানন্দে পরিবারবর্গকে লইয়া আনন্দরূপে থাকিতে পারি।

ওঁ আপোজ্যোতিরসোঽমৃতংব্রহ্ম।

ওঁ আপোজ্যোতিঃ ওঁকার যে ব্রহ্ম, আপঃ জল; ওঁ আপঃ স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ অমৃতরূপ ব্রহ্মই অখণ্ডাকার পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। নিরাকার, সাকার, অখণ্ডাকার,—সেই অখণ্ডাকার, সাকার, পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে শ্রদ্ধা ভক্তি-পূর্ব্বক গৃহস্থগণের উপাসনা করা উচিত; তাহা হইলে সকল মঙ্গল সাধন হয়। নিরাকার পরমাত্মা অন্তর্যামী দৃষ্ট হন না, অদৃশ্যমান অতীত ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর ও তিনিই নিরাকার হইতে সাকার জগৎবিরাটস্বরূপ প্রত্যক্ষ জ্যোতিঃস্বরূপে বিরাজমান আছেন। সেই জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণকে প্রাতে, সায়ংকালে ভক্তিপূর্ব্বক প্রত্যেক নর নারীই প্রণাম, নমস্কার করিবে ও যখন আপনার ও পরমাত্মার ও ওঁকার মন্ত্রের রূপ ধারণা করিবে তখন সূর্য্যনারায়ণ তেজোময়কে ঐ তিন রূপে এক জানিবে।

ব্রহ্মগায়ত্রী চারি বেদের মূল। ব্রহ্মগায়ত্রীর মূল এক অক্ষর ওঁকারপ্রণব, এক অক্ষর ওঁকার প্রণবের মূল পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ। সন্ধ্যা আহ্নিকেও কেবল ওঁকার মন্ত্রই আছে, ওঁ সুন্য আপধনন্য ইত্যাদি। গৃহস্থগণের অধিক মন্ত্রের আড়ম্বর ও সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই, কেবল মাত্র সহজেই কার্য্য হইলেই হইল।

যদ্যপি সন্ধ্যা আহ্নিক গৃহস্থগণ নাও করে, কেবলমাত্র ব্রহ্ম-গায়ত্রী জপ করে, তাহা হইলে সন্ধ্যা আহ্নিকের ফলপ্রাপ্ত হইবে এবং যদ্যপি সন্ধ্যা, আহ্নিক ও ব্রহ্মগায়ত্রী নাও জপ করে কেবল এক অক্ষর ওঁকার মন্ত্র জপ ও পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্য-

নারায়ণকে ভক্তিপূর্ব্বক ধারণা করে, তাহা হইলে সন্ধ্যা আহ্নিক ও ব্রহ্মগায়ত্রীর ফল পাইবে ও আপন ইষ্ট দেবতাকে যথার্থ পূজা ও ভক্তি করা হইবেক। ইহাতে কোন সন্দেহ করিবে না। যদ্যপি ব্রহ্মগায়ত্রী জপ করে, তাহা হইলে সুবিধানুসারে রোজ প্রাতে ১০৮ বার জপ করিবে, নচেৎ প্রত্যহ প্রাতে ১০ বার জপ করিবে, আর যদ্যপি ওঁকার মন্ত্র জপ কর, তাহা হইলে নিত্য ১০৮ বার জপ করিবে। যাহার ভক্তি শ্রদ্ধা আছে তাহার যতই হয় জপ করিবে, দিবসে কিম্বা রাত্রে চলিতে, বসিতে, শয়নে, সকল সময়ে ও সকল অবস্থাতে জপ করিবে তাহাতে কোন বিধি-নিষেধ নাই। পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু ইষ্টদেবতাকে উপাসনা ও ভক্তি করিতে কোন সময় অসময় নাই, যখন তোমা-দিগের অন্তর হইতে ভক্তির উদয় হইবে সেই সময়ে ভক্তি, উপাসনা ও জপ করিবে তাহাতে কোন চিন্তা নাই আর ভালই হইবে। যাহার ওঁকার মন্ত্র জপ করিবার ইচ্ছা হইবেক, সে মুখবন্ধ করিয়া ওঁ ওঁ জপ করিবেক এবং যাহার পূর্ণপরব্রহ্মকে গুরুভাবে জপ করিতে ইচ্ছা হইবেক, সে এইরূপে ওঁ সৎগুরু, ওঁ সৎগুরু বলিয়া জপ করিবে।

ওঁ সৎগুরু জপ করিবার অর্থ এই যে, পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃ-স্বরূপ তাঁহারই নাম ওঁকার মন্ত্র। তিনিই সত্য এবং তিনিই সকলের গুরু এই জন্য ওঁ সৎগুরু বলিয়া জপ করিতে হয় সেই পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর রূপ চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রাতেঃ ও সায়ংকালে পূর্ণরূপে প্রণাম, নমস্কার ও ওঁকার মন্ত্র জপ করিলে তোমাদের ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয়কার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইবে।

মনও শান্তি পাইবে। এইরূপে যে ব্যক্তি পাঠ করিয়া কার্য্য করিতে পারিবে অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা, সূর্য্য-নারায়ণের সম্মুখে শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম ও নমস্কার করিবে ও ওঁকার মন্ত্র জপ করিবে তাহার আর কোন মন্ত্র অথবা গুরুর দ্বারা কর্ণে মন্ত্র লইতে হইবেক না, কারণ পূর্ণ-পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ তোমাদিগের অন্তর হইতে প্রেরণা করিয়া জ্ঞান প্রদান করিয়া মুক্তস্বরূপ রাখিবেন ইহা সত্য! সত্য! সত্য! বলিয়া নিশ্চয় জানিও, বৃথা ইষ্টদেবতা হইতে বিমুখ হইয়া ভ্রমে পতিত হইও না।

মন্ত্রজপের প্রকরণ।

জপ করিবার পূর্ব্বে মুখবন্ধ করিয়া নাসিকার দ্বারা ওঁ শব্দ মনে মনে উচ্চারণ করিতে করিতে শ্বাস টানিয়া লইতে হয়। তাহার পর "ওঁ" বা "ওঁ সৎগুরু" এই মন্ত্র ঐ শ্বাসের প্রশ্বাস দ্বারা মুখ বুঝিয়া জপ করিতে হয়। এইরূপ এক বা অধিকবার জপ করিলে যেমন শ্বাস ফুরাইয়া যায় অমনিই পুনরায় আবার কথিত মত শ্বাস টানিয়া লইতে হয় ও পুনরায় মন্ত্র জপ পূর্ব্বের ন্যায় করিতে হয়। এই প্রকার যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ করিতে পার এবং যে অবস্থাতে বা যে স্থানেই হউক না কেন ইচ্ছা হইলে জপ করিবে। ইহার জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রকারের আসন বা স্থান; ভেদ বা শুচি অশুচি কিছুই নাই। মনে কর, এক ব্যক্তি মৃত্যু শয্যায় মলাদির মধ্যে (অর্থাৎ অশুচি পদার্থাদির মধ্যে শয়ান রহিয়াছে। তখন সেই আসন্ন মৃত্যু সময়ে সে যে

অবস্থায় আছে, তাহা শুচি বা অশুচি হউক, সেই অবস্থায় প্রেম ও ভক্তির বশীভুত হইয়া যদি পূর্ণজ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম ওঁকার মন্ত্র জপ করিতে ইচ্ছা করে এবং অশুচি বা শয্যায় শয়ান বলিয়া তাহার উক্তরূপ জপ করা নিষিদ্ধ হয় এবং যদি তদ্দণ্ডে তাহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির প্রাণ আনন্দ জ্ঞান-স্বরূপে গেল না, তাহাকে নিরানন্দে মরিতে হইবে এবং ইহা কথনই পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃ যিনি পরম ন্যায়বান, দয়ালু এবং আনন্দময় তাঁহার অনুমোদিত হইতে পারে না। অতএব উপবেশন সময়ে বেড়াইতে বেড়াইতে, থাইতে থাইতে, যে সময়ে বা যে অবস্থাতেই হউক হৃদয়ে ভক্তি বা প্রেমের উদ্রেক হইলেই পূর্ব্ব কথিতরূপ জপ করা বিধি। এই বিষয়ে এইরূপ সদুপদেশ সকলে আপন আপন পরিবারবর্গকে দিবে।

এইরূপ জপ করিতে করিতে যথন তোমার স্বরূপ জ্ঞান হইবে তথন ওঁকার ও ব্রহ্মগায়ত্রী জপের আর প্রয়োজন থাকিবে না; কারণ যথন জলপানের পর পিপাসা নিবৃত্তি হয় তথন আর জল পান করিতে প্রবৃত্তি থাকে না এবং করিবার প্রয়োজনও থাকে না সেইরূপ পূর্ণস্বরূপ জ্ঞান হইলে জপ করিবার আর প্রয়োজন থাকিবে না এবং স্বরূপ জ্ঞান পূর্ণ হইল কি না তাহা জপ করিবার ইচ্ছা শেষ হইলে (অর্থাৎ পিপাসা নিবৃত্ত হইলেই) স্বয়ং জানিতে পারিবে।

যদ্যপি কোন অজ্ঞান ব্যক্তি বলে, পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বর গুরুর উপাসনা ও ভক্তি কিজন্য করিব, তিনিত সমস্তভেই সম্যকভাবে পরিপূর্ণ আছেন। এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, মাতা পিতা হইতে পুত্র কন্যা উৎপন্ন হয়, কিন্তু মাতা পিতা

কারণ স্বরূপ এবং তাহাদেরই স্বরূপ পুত্র কন্যা ; কিন্তু স্বরূপে এক হইলেও সুপাত্র পুত্র কন্যার পিতা মাতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করা এবং তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করা উচিত। সেইরূপ পূর্ণ-পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাটচন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ মাতা পিতা এবং তোমরা পুত্রকন্যা স্বরূপে এক হইলেও তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি ও নমস্কার করা ও তাঁহাদের আজ্ঞাপালন করা উচিত।

যতক্ষণ মনুষ্য নদী পার না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নৌকার প্রয়োজন আছে ; নদী পার হইলে পর আর নৌকার প্রয়োজন হয় না। এখানে নদীরূপী অজ্ঞানরূপী মায়া পার হইতে জ্ঞান-রূপী নৌকা ও পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুরূপী মাঝিকে প্রয়োজন আছে। অজ্ঞানতা দূর হইলে আর কিছুই প্রয়োজন থাকে না। যেমন পিপাসা হইলে জলের প্রয়োজন এবং পিপাসা নিবৃত্তি হইলে কিম্বা যাহার পিপাসা নাই তাহার জলের প্রয়োজন নাই।

প্রাণায়াম।

প্রাণায়াম সম্বন্ধে পুরাণেতে লিখিত আছে যে, প্রাণায়াম করিবার সময় এইরূপ আসন করিতে হয় যথা ;—পদ্মাসন ও ব্রহ্মাসন ও সিদ্ধাসন ও স্থির আসন ও গরুড়াসন ও কাগাসন ইত্যাদি। এই প্রকার ৮৪ আসন কল্পনা করা হইয়াছে। প্রাণায়াম করিবার সময় রেচক, পূরক ও কুম্ভক করিতে হয়। তুমি যে নাসিকা দ্বারা প্রাণবায়ুকে বাহির হইতে অন্তরেতে

টানিয়া লইবে তাহার নাম পূরক ও সেই বায়ুকে তুমি যতক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার মস্তকের মধ্যে থামাইয়া রাখিতে পারিবে সেই অবস্থাকে কুম্ভক বলে ও সেই বায়ুকে নাসিকা দ্বারে তুমি বাহির মুখে যখন ত্যাগ করিবে তাহাকে রেচক বলে।

রেচক ও পূরক করিবার সময় ওঁকার মন্ত্র জপ করিতে হয়। যখন রেচক করা হয় তখন ওঁকার মন্ত্র চারিবার জপ করিতে করিতে বায়ুত্যাগ করিতে হয় ও যখন পূরক করা হয় তখন ৮ বার মন্ত্র জপিতে জপিতে বায়ুকে বাহির হইতে অন্তরেতে গ্রহণ করিতে হয় ও যখন কুম্ভক করিতে হয় তখন ঐ মন্ত্র ১৬ বার জপ করিতে হয় ও যখন রেচকেতে ১৬ বার মন্ত্র জপ করিতে হয় তখন পূরকেতে ৩২ বার ও কুম্ভকেতে ৬৪ বার মন্ত্র জপ করিতে হয়। রেচকের দ্বিগুণ পূরক ও পূরকের দ্বিগুণ কুম্ভক; কিন্তু কুম্ভকের সময় জপ হয় না ভাবের উপর থাকে। এই রেচক, পূরক ও কুম্ভক যাহার ইচ্ছা হয় করুক ভালই। কিন্তু প্রকৃত রেচক, পূরক ও কুম্ভক জ্ঞানপক্ষে কাহাকে বলে তাহার অর্থ এই যে, তুমি ও তোমার মনের বৃত্তি বাহির মুখে বিস্তীর্ণ ও চঞ্চল হইয়া আছে—সেই অবস্থাকে রেচক বলে। যখন তুমি আপনার মনকে বাহির হইতে সঙ্কোচ করিয়া অন্তরে অন্তর্যামীতে অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুতে সংযুক্ত করিবে সেই অবস্থার নাম পূরক জানিবে ও যখন তুমি ও পরমাত্মা অভেদ মুক্তস্বরূপ হইবে সেই অবস্থাকে কুম্ভক জানিবে অর্থাৎ অজ্ঞান অবস্থার নাম রেচক ও জ্ঞান অবস্থার নাম পূরক জানিবে; বিজ্ঞান অবস্থা অর্থাৎ স্বরূপ অবস্থাকে কুম্ভক স্বপ্নাবস্থা রেচক; জাগ্রত অবস্থা পূরক ও সুষুপ্তি

অবস্থাকে কুম্ভক জানিবে। যেখানে তুমি ও তোমার মন ও মনের বৃত্তি কারণে যাইয়া স্থিত হও ও হয় সেই অবস্থাকে কুম্ভক জানিবে অর্থাৎ কারণ পরব্রহ্ম আপন ইচ্ছানুসারে নিরাকার হইতে সাকার বিরাটস্বরূপ বহুরূপ বিস্তার হন,—এই অবস্থাকে রেচক জানিবে ও যখন পরমাত্মা এই জগৎ সংসারকে সঙ্কোচ করিয়া আপনার কারণে লয় করিতে প্রবৃত্ত হন সেই অবস্থাকে পূরক জানিবে ও যখন স্বয়ং কারণরূপে কারণেই থাকেন সেই অবস্থাকে কুম্ভক জানিবে।

আসন প্রকরণ।

আসন কাহাকে বলে? পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাগুরু তিনি জীবের মূল আসন। প্রকৃত পক্ষে ইহা ভিন্ন আর অন্য আসন নাই। যাঁহার উপরে মনের স্থিরতা হয় তাঁহারই নাম আসন। কারণ আমি যদ্যাপি চুরাশি আসন করিয়া চক্ষু বুজিয়া বসিয়া থাকি এবং আমার মন অন্তর হইতে বাহির মুখে বিষয়ভোগে আসক্ত ও চঞ্চল হইয়া ভ্রমণ করে তাহা হইলে আমার আসন কোথায় রহিল? বাহিরে দেখিতে আমি একজন মহাত্মা সিদ্ধাসনে বসিয়া আছি, কিন্তু অন্তরে আমার মন যে কতদূর চঞ্চল হইয়া আছে তাহা কেহ বুঝিতে পারিতেছে না। যদি আমি কোন আসন না করি ও চক্ষু না বুজি, বাহিরে কোন আড়ম্বর না করিয়াই আমার অন্তরে অন্তর্যামীতে অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুতে প্রেমভক্তিরূপ আসনে

আনন্দে উপবিষ্ট হই তাহা হইলে সেই আসনই সত্য আসন হইল এবং যিনি জ্ঞানবান তিনি সেই আসনকেই প্রকৃত আসন জ্ঞান করেন। চুরাশি আসনের প্রকৃত অর্থ এই যে, জীব মাত্রেই তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির অনুসারে যে আসনে বসিয়া সুখী হয় অর্থাৎ তাহাদিগের অঙ্গাদির গঠনানুসারে যেরূপে সুখে বসিতে পারে সেইরূপই সেই জীবের পক্ষে যথার্থ আসন। মনুষ্য মাত্রেই যেরূপে বসিলে সুখে অর্থাৎ যাহাতে কষ্ট না হয়, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য স্বচ্ছন্দে নিষ্পন্ন করিতে পারে সেইরূপ বসিয়া যে কার্য্য করিবে ইহাই বিধি। সেই পশুগণ সম্বন্ধে ও তাহারা যেরূপে বসিলে তাহাদিগের কষ্ট না হয় সেই আসনই বিধি। পৌরাণিক চুরাশি আসন কেবল মাত্র মনুষ্যের জন্য নহে। পশু, পক্ষী, খেচর, ভূচর উদ্ভিদাদি সমস্ত জীবের জন্যই নির্দ্দিষ্ট এবং সেই জন্যই আসনের এত আধিক্য। নানা কল্পিত আসনাদির বাস্তবিক কোন প্রয়োজন নাই। যদি প্রত্যেক নর নারী পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাগুরুতে নিষ্ঠা ও ভক্তি রাখিয়া প্রাতে ও সায়ংকালে শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ব্বক চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা, মাতা, পিতা, গুরুর সম্মুখে নমস্কার ও প্রণাম ও ধারণা করে ও পূর্ব্বোল্লিখিত মন্ত্র ওঁকার মন্ত্র জপ করে তাহা হইলে তাহাদিগকে প্রাণায়াম ও আসনাদি আর কিছুই করিতে হইবে না, সহজে জ্ঞান হইয়া মুক্তস্বরূপ পরমানন্দ আনন্দস্বরূপ থাকিবে, ত্রিতাপও পাপাদি একবারে দূর হইয়া যাইবে।

আহুতির মন্ত্র প্রকরণ।

পুরুষ প্রভৃতি যাহারা অগ্নিতে আহুতি দিবে তাহারা এই মন্ত্র বলিয়া আহুতি প্রদান করিবে।

"ওঁ বরদে দেবি পরমজ্যোতিঃ ব্রহ্মণে স্বাহা।"

"ওঁ চরাচর ব্রহ্মণে স্বাহা।"

"ওঁ পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিস্বরূপায় স্বাহা।"

এই তিন মন্ত্র তিনবার কিম্বা পাঁচবার উচ্চারণ করিয়া আহুতি দিবে। ইচ্ছা হইলে যত অধিক ততবার আহুতি দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু তিন বারের ন্যূন দেওয়া বিধি নহে। আহুতি দিবার দ্রব্য গাওয়া ঘৃত (অভাবে) মহিষের ঘৃত ও মিষ্টান্ন গুড়, চিনি, প্রভৃতি ও সুগন্ধি চন্দনাদি ও মেওয়া কিশমিশাদি এই সমস্ত দিবে। যদি ইহার মধ্যে কোন দ্রব্যের অভাব হয় তাহা হইলে যাহা পাওয়া যাইবে তাহাই যথাশক্তি দিবে। ইহার মধ্যে কোন দ্রব্য না মিলিলে কেবল ঘৃত ও মিষ্ট হইলেই হইবে। ভক্তিপূর্ব্বক যাহা তোমাদের জুটিয়া যায় তাহাই ভগবানের নামে প্রদান করিবে। তিনি তাহাই প্রীতিপূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন।

কাষ্ঠ সম্বন্ধে আম্র ও বেল মিলিলে ত ভালই হয়, নতুবা যে দেশে যে কাষ্ঠ পাওয়া যায় তাহাতে দিবে, অভাবে ঘুঁটেতে আহুতি দিবে। ঈশ্বর ভাবগ্রাহী, যে ব্যক্তি প্রীতি ও ভক্তিপূর্ব্বক যাহাই প্রদান করে তিনি তাহাই প্রসন্ন হইয়া গ্রহণ করেন।

কুণ্ডেতে হউক কিম্বা মাটি, পিতল অথবা তাম্রের ধূনাচিতে

প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় আহুতি দিবে। স্থান ও দ্রব্যাদি পরিষ্কার করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিবে এবং ভক্তগণের যে সময় সুবিধা হইবে সেই সময়ে আহুতি দিবে তাহাতে কোন চিন্তা নাই।

বেদের সার বেদান্তে সৃষ্টি প্রকরণ।

পরব্রহ্মের আশ্রিত মায়া হইতে শব্দ সহিত আকাশের উৎপত্তি হয়। আকাশ হইতে বায়ু বায়ু, হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। যেরূপ দুগ্ধ হইতে দধি হয়। এই পাঁচ তত্ত্বের রূপ ও গুণ যথাঃ—আকাশের পাঁচ তত্ত্বের রূপ ও গুণঃ—কাম, ক্রোধ, শোক, মোহ, ভয়। বায়ুর পাঁচ তত্ত্বের রূপ ও গুণ; চলন, বল, দৌড়ন, প্রসারণ আকুঞ্চন। অগ্নির পাঁচ তত্ত্বের রূপ ও গুণ; ক্ষুধা, পিপাসা, আলস্য নিদ্রা ক্লান্তি। জলের পাঁচ তত্ত্বের রূপ ও গুণ; শুক্র, শোণিত, মূত্র স্বেদ (ঘাম)। পৃথিবীর পাঁচ তত্ত্বের রূপ ও গুণ; অস্থি, মাংস, ত্বক, নাড়ী, লোম। এই পঁচিশ তত্ত্বের সমষ্টিতে চরাচর স্ত্রী পুরুষের স্থূল শরীর গঠিত হয়। এই স্থূল শরীরের মধ্যে সূক্ষ্ম শরীর সপ্তদশ (সতের) তত্ত্ব হয়। যথা;—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন ও বুদ্ধি। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যথা;—শ্রবণ, স্পর্শ, দর্শন, আস্বাদন, ঘ্রাণ। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় যথা;—বাক্, হস্ত, পদ, লিঙ্গ, গুহ্য। পঞ্চ প্রাণ যথা;—প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান।

এই শরীরের মধ্যে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকলের নাম—

যথা ;—শ্রবণের দেবতা দিক্‌পাল, দশদিক্‌ ব্যাপিয়া স্থিত আকাশরূপ ব্রহ্মশব্দ তাঁহার বিষয়। ত্বকের দেবতা বায়ু, স্পর্শ তাঁহার বিষয়। চক্ষুর দেবতা সূর্য্যনারায়ণ, রূপ তাঁহার বিষয়। জিহ্বার দেবতা বরুণ অর্থাৎ তেজঃ সূর্য্যনারায়ণ, রস তাঁহার বিষয়। ঘ্রাণের দেবতা অশ্বিনীকুমার অর্থাৎ জীবাত্মা অহঙ্কার তেজরূপ, তেজঃ গন্ধ তাঁহার বিষয়। বাক্যের দেবতা অগ্নি, বচন তাঁহার বিষয়। হস্তের দেবতা ইন্দ্র অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণ, তাঁহার বিষয় জলগ্রহণ ও প্রদান। পদের দেবতা বামন অর্থাৎ বায়ু গমনাগমন তাঁহার বিষয়। উপস্থের অর্থাৎ লিঙ্গের দেবতা —প্রজাপতি ব্রহ্মা অর্থাৎ তেজঃ জ্যোতিঃ রতি যোগ তাঁহার বিষয়। গুহ্যের দেবতা যমরাজা অর্থাৎ জঠরাগ্নি জ্যোতিঃ পরিপাক ও মলত্যাগ তাঁহার বিষয়।

মনের দেবতা জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা, সঙ্কল্প ও বিকল্প তাঁহার বিষয়। বুদ্ধির দেবতা ব্রহ্মা অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণ সত্যকে নিশ্চয় করা তাঁহার বিষয়। চিত্তের দেবতা বাসুদেব অর্থাৎ বিরাট বিষ্ণু ভগবান, সত্যে নিষ্ঠা ইহার বিষয়। অহঙ্কারের দেবতা রুদ্র অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণ, অভিমান অর্থাৎ অহং অস্মিরূপ তাঁহার বিষয়।

উপরের লিখিত যে সকল স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা দেবতাদিগের পৃথক পৃথক নাম কল্পিত হইয়াছে তৎ-সমুদায় ভিন্ন ভিন্ন পৃথক্‌ দেব দেবীর নাম নহে। উক্ত নাম সকল একই পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট ভগবান্‌ সূর্য্য-নারায়ণেরই ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন কল্পিত নাম মাত্র।

আমাদের এই স্থূল দেহ অন্নময় কোষ। কোষ অর্থে আধার (খাপ) যথা—"অসিকোষ" তলবারের খাপ—"তুমি" যাহাকে বল তাহা জ্যোতিঃ—সেই জ্যোতিঃ তলবারের স্বরূপ এবং এইস্থূল দেহ যাহাতে ঐ "তুমি" জ্যোতিঃ এক্ষণে আবরিত রহিয়াছ তাহা ঐ জ্যোতির কোষ বা আধার বা খাপ। অর্থাৎ তলবার যেমন কোষ বা খাপে রক্ষিত হয়, সেইরূপ যে পদার্থকে "তুমি" বল তাহা এই স্থূল শরীররূপ কোষ বা খাপে রক্ষিত হইতেছে।

স্থূল শরীরের দ্বারা রক্ষিত যে জ্যোতিকে "তুমি" বল উহার আর একটি নাম সূক্ষ্ম শরীর। এই সূক্ষ্ম শরীরের মধ্যে আবার তিনটি কোষ আছে ;—প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ। পঞ্চপ্রাণ ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এই দশটির সমষ্টির নাম প্রাণময় কোষ। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন এই ছয়টীর সমষ্টির নাম মনোময় কোষ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বুদ্ধি এই ছয়টির সমষ্টির নাম বিজ্ঞানময় কোষ। প্রাণময় কোষের কার্য্য এই স্থূল শরীরকে সচেতন রাখা। যতক্ষণ এই স্থূল শরীরে প্রাণময় কোষ থাকে ততক্ষণ এই দেহ অর্থাৎ স্থূল শরীর সচেতন অর্থাৎ জীবিত থাকে।

মনোময় কোষের কার্য্য আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক সমস্ত ক্রিয়া। যতক্ষণ মনোময় কোষ এই স্থূল শরীরের মধ্যে বর্ত্তমান থাকে ততক্ষণ তুমি আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক সমস্ত ক্রিয়া করিতে সক্ষম হও। মনোময় কোষ নষ্ট হইলে সচেতন এই দেহ থাকে বটে কিন্তু সে দেহ কোন প্রকার ক্রিয়া করিতে পারে না। যেমন মানব যখন সুষুপ্তি অবস্থায় থাকে সচেতন

দেহ তখনও জীবিতাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে—কেননা প্রাণময় কোষ তখনও কার্য্য করিতেছে কিন্তু সেই দেহ কোন প্রকার ক্রিয়া করিতে পারিতেছে না—কেননা তখন মনোময় কোষ নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছে। *

বিজ্ঞানময় কোষের কার্য্য—বিচার ও সত্যে নিষ্ঠা। সূক্ষ্ম শরীরের মধ্যে কারণ শরীর। ঐ কারণ শরীরের আট্টী কারণ অবস্থা, যথা :—

১। অজ্ঞান তমোগুণাবস্থা। ২। সুষুপ্তি গাঢ় নিদ্রাবস্থা। ৩। হৃদয়স্থান স্বপ্নাবস্থা। ৪। পশ্যন্তি বাচা দৃষ্টি করার ও কথা কহার অবস্থা অর্থাৎ জাগ্রতাবস্থা। ৫। আনন্দভোগ পূর্ব্বের চারি অবস্থার বোধে আনন্দিতাবস্থা। ৬। দিব্য শক্তি বস্তু সম্বন্ধে বোধাবস্থা অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ কিঞ্চিৎ সংশয়াবস্থা। ৭। মকারমাত্র আমি আছি বোধাবস্থা অর্থাৎ বিজ্ঞানাবস্থা। ৮। প্রজ্ঞা আমি কি বস্তু তাহার বোধাবস্থা অর্থাৎ আমি ও ঈশ্বর অভিন্ন এই বোধাবস্থা।

এই কারণ শরীরে এই আট্টি অবস্থা থাকাতে এবং শেষ অবস্থাতে অর্থাৎ অষ্টমাবস্থাতে জীব ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন বোধ হওয়াতে পরমানন্দ হওয়ার এই কারণ-শরীরকে আনন্দময় কোষ বলে।

পরব্রহ্মের আশ্রিত মায়াতে শব্দ সহিত আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা শাস্ত্রে লেখা আছে এই জন্য শাস্ত্রজ্ঞ অথচ অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তি মনে করে যে পরব্রহ্মের আশ্রিত যে মায়া তাহা পরব্রহ্ম হইতে পৃথক্। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। পরব্রহ্মের যে শক্তি দ্বারায় যে সৃষ্টি পালন ও লয় ঘটে সেই শক্তিকেই

মায়া বলে ; কিন্তু পরব্রহ্ম এবং তাঁহার মায়ারূপ শক্তি তাঁহা হইতে পৃথক্ নহে, পরব্রহ্মেরই স্বরূপ অর্থাৎ উক্ত শক্তি পরব্রহ্মই স্বয়ং। যেরূপ তোমার আশ্রিত তোমার শক্তি, তেজ, বল, বুদ্ধি, জ্ঞান ইত্যাদি তোমা হইতে পৃথক্ নহে তোমারই স্বরূপ অর্থাৎ তুমি যখন বর্ত্তমান আছ তখন তোমার সর্ব্বশক্তি তোমার সঙ্গে বর্ত্তমান আছে। যখন তুমি সুষুপ্তি অবস্থায় যাইবে তখন তোমার শক্তিসমূহ তোমার সঙ্গে লয় পাইবে। পুনরায় যখন তুমি জাগ্রত হইবে তখন তোমার শক্তি তোমার সঙ্গে প্রকাশ হইয়া পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য করিবে, সেইরূপ শুদ্ধ-চৈতন্য পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ নিরাকার হইতে সাকার হইয়া বহুরূপে শক্তি বিস্তার করেন এবং পুনরায় সেই শক্তি সঙ্কোচ করিয়া জগৎকে লয় করিয়া স্বয়ং কারণস্বরূপে স্থিত হন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিজ্ঞাপন।

নিম্নলিখিত স্থানে এই গ্রন্থ পাওয়া যায়।

বাবু শম্ভুচন্দ্র আঢ্য

৫৮ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, বহুবাজার।

বাবু ভূতনাথ দাস

যদুবাবুর বাজার, ভবানীপুর

ও ৩ নং কড়েয়া রোড প্রকাশকের নিকট প্রাপ্তব্য।